

উদ্বোধক গরু! লখনউ–এর 'অর্গানিক' রেস্তোঁরা উদ্বোধনে প্রধান অতিথি হিসাবে আনা হল এক গরুকে পৃষ্ঠা ৫



বিশ্বসেরা ছবি এ আইয়ের ছবি জিতল বিশ্বসেরার পুরস্কার। তবে আশ্চর্য এটাই, এই পুরস্কার নিতে চান না বিজয়ী পৃষ্ঠা ৭



বেসরকারি বাসে ভাডার

তালিকা টাঙাতেই হবে

বাড়তি টাকা নিলে

কড়া ব্যবস্থার

হুঁশিয়ারি মন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার : সমস্ত

বেসরকারি বাসে এবার টাঙাতে

হবে সরকার নির্ধারিত ভাড়ার

তালিকা। হাই কোর্টের নির্দেশ

মেনে সমস্ত বাস সংগঠনকে এ

পরিবহণ দপ্তর। সেখানে

পরিষ্কার উল্লেখ করে দেওয়া

বাসমালিকদের। পাশাপাশি

বাড়তি ভাড়া নিলে সেই

টাঙাতে হবে ভাড়ার তালিকা।

মালিকের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা

নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন

রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী ম্বেহাশিস

মঙ্গলবার পরিবহণমন্ত্রী

হবে, ২০১৮ সালের সরকার

নির্ধারিত বাস ভাড়াই নিতে হবে

বিষয়ে চিঠি দিতে চলেছে রাজ্য

৫৬ বর্ষ 🗆 ১৯০ সংখ্যা 🗖 ২০ এপ্রিল, ২০২৩ 🗖 ৬ বৈশাখ ১৪৩০ 🗖 বৃহস্পতিবার ৩.০০ টাকা

Morning Daily ● KALANTAR ● Year 56 ● Issue 190 ● 20 April, 2023 ● Thursday ● Total Pages 8 ● 3.00 Per day ● Printed and Published from 30/6 Jhowtala Road, Kolkata-700017

যোগীর পুলিসকে নোটিশ পাঠাল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

হেফাজতে কীভাবে

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল : উত্তরপ্রদেশ পুলিসের হেফাজতে থাকা অবস্থায় কীভাবে প্রাক্তন সাংসদ আতিক আহমেদ এবং তাঁর ভাই আশরফকে প্রকাশ্যে গুলি করল ৩ আততায়ী? তা জানতে চেয়ে, উত্তরপ্রদেশ পলিশকে নোটিস পাঠিয়ে রিপোর্ট তলব করেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, উত্তরপ্রদেশের পুলিশের ডিআইজি সহ পুলিশ কমিশনারের কাছে আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে এই ঘটনার রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তরফে। মানবাধিকার কমিশনের ওই নোটিশে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ চাওয়া হয়েছে। নোটিসে উল্লেখ, এই হত্যাকাণ্ডের সময়, স্থান সহ কী কারণে এমন ঘটনা তা জানাতে হবে। পাশাপাশি মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ এবং এফআইআর দায়ের করা হয়েছে, তার নথি চাওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে গ্রেফতার ও পরিদর্শন মেমোর নথি, গ্রেফতারের তথ্য পরিবার সদস্যদের দেওয়া হয়েছিল কিনা, তাও জানতে চেয়েছে মানবাধিকার কমিশন। মৃত ব্যক্তির কাছে থেকে কোনও কিছু বাজেয়াপ্ত বা উদ্ধার করা হয়েছে কিনা, সে বিষয়েও জানতে চেয়েছে কমিশন। মৃত ব্যক্তির মেডিক্যাল লিগ্যাল সার্টিফিকেটের কপি সহ তার বিরুদ্ধে তদন্তের রিপোর্ট ও জিডি এক্সট্রাক্টের তথ্য (যা ইংরেজি ও হিন্দিতে অনুবাদ) রয়েছে, তাও চাওয়া হয়েছে।

গত শনিবার রাতে প্রয়াগরাজের হাসপাতালে মেডিক্যাল চেকআপে নিয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিক সেজে তিন দুষ্কৃতী দুই ভাই আতিক–আশরাফকে খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করে। সেই সময় সংবাদমাধ্যমের একাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এই ঘটনায় উত্তরপ্রদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। বিরোধীদের অভিযোগ, যোগীরাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। এবার জাতীয় মানবাধিকার কমিশন রিপোর্ট চেয়ে নোটিস পাঠাল যোগীর প্রশাসনকে।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবারই নিহত প্রাক্তন সাংসদ আতিকের আইনজীবী বিজয় মিশ্র বলেন, সুরক্ষার জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলেন আতিক আহমেদ (৬০)। তাকে ভূয়ো এনকাউন্টারে হত্যা করতে পারে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ সুপ্রিম কোর্টের কাছে সেই আশঙ্কা আগেই করেছিলেন তিনি।' আতিকের আইনজীবী জানান, খুনের কথা আগেই আন্দাজ করে তাই দু'টি চিঠি লিখে তা এক বিশ্বস্ত সঙ্গীর কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন আতিক। নির্দেশ ছিল, তাঁকে যদি খুন করা হয়, তবে ওই চিঠি যেন যথাস্থানে পৌঁছায়। চিঠি শীঘ্রই যথাস্থানে পৌঁছবে বলে জানিয়েছেন বিজয়।

পুলিশের পাঁচ সদস্য সাময়িক বরখাস্ত : উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে সাবেক সংসদ সদস্য আতিক আহমেদ ও তাঁর ভাই আশরাফ আহমেদ হত্যার ঘটনায় পুলিশের পাঁচ সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। যে পাঁচজনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে একজন স্থানীয় থানা–পুলিশের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা। বাকি চারজনের মধ্যে দুজন পরিদর্শক ও দুজন কনস্টেবল। এই পাঁচজনকে মঙ্গলবার জিজ্ঞাসাবাদ করে উত্তর প্রদেশ পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল। সাময়িক বরখাস্ত হওয়া পুলিশের পাঁচ সদস্যই প্রয়াগরাজের শাহগঞ্জ থানায় কর্মরত ছিলেন। যে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে আতিক ও আশরাফকে হত্যা করা হয়, সেই এলাকা শাহগঞ্জ থানার আওতাধীন।ঘটনাস্থল থেকে তিন বন্দুকধারীকে আটক করে পুলিশ। তাঁরা হলেন–লাভলেশ তিওয়ারি, সানি সিং ও অরুণ মৌর্য। তাঁরা প্রত্যেকে বয়সে তরুণ। ঘটনার সময় তাঁরা জয় 'শ্রীরাম' বলে স্লোগান দিয়েছিল। বুধবার সকালে প্রয়াগরাজের আদালত এই তিন তরুণকে চার দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছেন। ২৩ এপ্রিল তাঁদের আদালতে হাজির করা হবে। বিশেষ তদন্ত দল ইতিমধ্যে তিন আসামির জবানবন্দি রেকর্ড করেছে।

ভিতরের পাতায়

উন্নাওয়ের ধর্ষিতার বাড়িতে আগুন দিল অভিযুক্তরা

জেল থেকে বেরিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা

উন্নাও, ১৯ এপ্রিল : ফের সংবাদ শিরোনামে উত্তরপ্রদেশের উন্নাও। গত বছর ১১ বছর বয়সি এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। অভিযুক্তদের পাকড়াও করে জেলে পাঠায় পুলিশ। তবে সম্প্রতি জামিনে মুক্তি পেয়েই নির্যাতিতার বাড়িতে চড়াও হল অভিযুক্তরা। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় নির্যাতিতার বাড়িতে। এই ঘটনায় গুরুতর আহত নির্যাতিতার ছ'মাসের ছেলে আর দু'মাসের বোন। সোমবার ঘটে যাওয়া এই ঘটনাকে পুলিস প্রশাসন থেকে প্রথমে ধামাচাপা দেবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু, পরে তা জানাজানি হয়ে যায়। এর আগেও এই ধরনের ঘটনার সাক্ষী থেকেছে যোগীরাজ্যের এই ২০১৭ সালে নাবালিকাকে গণধর্ষণ করে একদল ব্যক্তি। মামলা দায়ের হলে নিপীড়িতার পরিবারকে হুমকি এবং খুনের চেষ্টাও করে অভিযুক্তরা। সোমবারের ভয়াবহ ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এই অগ্নিকাণ্ড যেন উল্লে দিচ্ছে সেই ২০১৭–র স্মৃতি।

নিপীড়িতার পরিবার সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছেন, দু'জন অভিযুক্ত সদলবলে সোমবার রাতে জোর করে তাদের বাড়িতে ঢুকে পড়ে। তারপর ওই নাবালিকার মাকে মারধর করে বাডিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। অভিযোগ, মেয়েটি মামলা তুলে নিতে রাজি না হওয়ায় তার বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। অবশ্য নিপীডিতার মায়ের অভিযুক্তরা আসলে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল নাবালিকার ছেলেকে। কারণ ধর্ষণের ফলে নাবালিকা গর্ভাবতী হয়ে পড়ায় ওই বাচ্চার জন্ম হয়েছিল। প্রমাণ লোপাটের জন্যই এই কাগু ঘটিয়েছে। এর আগেও মামলা প্রত্যাহার না করার সিদ্ধান্তে অনড় থাকায় ওই পরিবারের উপর নানা অত্যাচার চলেছে। এবছরের ১৩ এপ্রিল মেয়েটির বাবা প্রাণঘাতী হামলার শিকার হন। চিফ মেডিকেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট সুশীল শ্রীবাস্তবের কথায়, নাবালিকার বাচ্চা ছেলেটির শরীরের ৩৫ শতাংশ এবং বোনের শরীরের ৪৫ শতাংশ পুড়ে গেছে। তাদের দু'জনকেই কানপুরে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। কানপুরের এক হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে আহতদের।

বৃষ্টি, স্বস্তি নামল পাহাড়েও

ছে কলকাতা



সূত্রে খবর, শিলিগুড়িতে এদিন ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছে। এর জেরে অত্যন্ত স্বস্তি পেয়েছেন শহরবাসী। তবে শুধু শহর শিলিগুড়িতেই নয়, এদিন



ভয়ানক দাবদাহে খাবি খাচ্ছে বাঘমামাও। বুধবার আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে পুর্বাদ্রি দাসের তোলা চিত্র।

পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়ার একাধিক পর্যটক এদিন দুপুরে দাবি করেছিলেন, সেই ঠান্ডা নেই পাহাড়ে। দিনের বেলা বেশ গরম করছে। অনেকেই ঠান্ডার খোঁজে বেড়াতে গিয়ে বেশ অস্বস্তির মধ্যে পড়েছেন। তবে এদিন বিকাল থেকে পরিস্থিতির কিছুটা বদল হতে শুরু করেছে। বৃষ্টি এনে দিয়েছে স্বস্তি।

এদিকে আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূমে কালও তাপপ্রবাহ চলবে। বিভিন্ন জেলায় আগামী ২১ এপ্রিল পর্যন্ত এই তাপপ্রবাহ

বুধবার আলিপুরে ৪০.২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, দমদমে ৪১.৪

ডিগ্রি, মালদায় ৪২ ডিগ্রি, সল্ট লেকে ৪২.২ ডিগ্রি, শ্রীনিকেতনে ডিগ্রি, আসানসোলে ৪৩.২ ডিগ্রি, বাঁকুড়ায় ৪৩.৬ সেলসিয়াস তাপমাত্রা রয়েছে। তবে এসবের মধ্যেই আশার কথা শুনিয়েছে আবহাওয়া

২১শে এপ্রিল থেকে ২৩শে পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের উপকলে, দুই চবিবশ পরগনায়, দুই মেদিনীপুরে, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রামে এই বৃষ্টি হতে পারে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। কলকাতাতেও হালকা বৃষ্টি হতে পারে বলে আহাওয়া দফতর সূত্রে খবর। তবে আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃষ্টি কম হলেও তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে। এর জেরে অস্বস্তি কমবে। উত্তরব**ঙ্গে**র দার্জিলিং, কালিম্পংয়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সঙ্গেই শিলিগুড়ি শালুগাড়ায় এদিন বৃষ্টি নামে। এর জেরে সেই গরমের তীব্রতা অনেকটাই কমেছে।

চক্রান্ত হতে পারে।

এরকমই করে। কখনও একটা

টাকাও পাওয়া গেল না, অথচ

বলে দিল ৫০০ কোটি টাকা

উদ্ধার হয়েছে। কখনও দেখেছেন

অমিত শাহর কাছে কত টাকা

বলেন, আদালতের নির্দেশ মেনেই আমরা বাসমালিকদের জানাচ্ছি, বাড়তি ভাড়া না নেওয়ার জন্য। এবং প্রত্যেক বাসে ফেয়ার চার্ট টাঙানোর জন্য। বেসরকারি বাসমালিক সংগঠনগুলোকে এবিষয়ে চিঠি আমরা পাঠাচ্ছি। যত শীঘ্র সম্ভব, সেই নির্দেশ কার্যকর করতে হবে। এবং ২০১৮ সালের যে ভাড়া সরকার ঠিক করেছিল, তাই নিতে হবে। পাশাপাশি অবশ্য মন্ত্রী এও জানান, কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে জ্বালানির দাম বাড়িয়েছে, তাতে বাসমালিকরা ভাড়া বাড়াতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু বেআইনিভাবে কোনওকিছু করাই ঠিক নয়।

ম্লেহাশিস চক্রবর্তীর বক্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের অসুবিধার কথা ভেবেই বাসের ভাড়া বাড়াননি। সরকারি বাসে ২০১৮ সালের ভাড়ার তালিকা অনুযায়ীই ভাড়া নেওয়া হয়। কিন্তু বেসরকারি বাসে বাড়তি ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আদালত জানিয়েছে, রেটচার্ট টাঙাতে হবে বেসরকারি বাসে। সরকার তা জানিয়ে দেবে।

বাসভাড়া নিয়ে নিত্যযাত্রীদের অভিযোগের অন্ত নেই। সরকার নির্ধারিত ভাগার থেকে বেশি ভাড়া নেওয়া, বাসে ভাড়ার চার্ট টাঙানো, অভিযোগ জানানোর কোনও যথার্থ ব্যবস্থা না থাকা নিয়ে, ক্রমেই যাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। এই নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতেই আদালত জানিয়েছে, কোনওভাবেই সরকার নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে বেশি ভাড়া নেওয়া যাবে না। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আগামী চার সপ্তাহের মধ্যেই প্রতিটি বেসরকারি বাস ও মিনিবাসে সরকার নির্ধারিত ভাড়ার তালিকা রাখতে হবে। ভাড়া সংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর জন্য প্রতিটি বাসের ভিতরে ও বাইরে এলাকাভিত্তিক টোল–ফ্রি ফোন নম্বর লিখে রাখতে হবে। এসএমএসের মাধ্যমে অভিযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

পোড়ানো প্রসঙ্গে মমতা সিবিআই'এর

স্টাফ রিপোর্টার : ভাঙড়ের আন্দুলগোড়ি এলাকায় সরকারি নথি পোড়ার নেপথ্যে সিবিআইয়ের চক্রান্ত থাকতে পারে। আশঙ্কা প্রকাশ করলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর ইঙ্গিত, তৃণমূলকে ছোট করে দেখানোর জন্য সিবিআই ভুয়ো বা জাল নথি পোড়াতে পারে। মঙ্গলবার সকালে ভাঙড়ের আন্দুলগোড়ি এলাকায় পোড়া কাগজ থেকে নথি উদ্ধারের জন্য ঘটনাস্থলে পৌঁছন কেন্দ্ৰীয় তদন্ত সংস্থা সিবিআইয়ের আধিকারিকরা। বিষয়টি নিয়ে শুরু হয় রাজনৈতিক তরজা। এলাকার কিছু বাসিন্দা বলতে শুরু করেন যে. ওই নথিগুলি নিয়োগ দুর্নীতির হতে পারে। বুধবার নবান্নে এক সাংবাদিক বৈঠকে এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমার কাছে এ নিয়ে কোনও তথ্য নেই। আমি এ ব্যাপারে শুনিনি। হতেই পারে এটা বিজেপি, সিপিএম বা আইএসএফের খেলা। না জেনে কোনও মিথ্যা কথা নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেব না। তবে এটা সিবিআইয়ের

পোড়া নথি বিহারের স্টাফ রিপোর্টার : এরাজ্যের নিয়োগ দুর্নীতির নথি নয়। ভাঙড়ের আন্দুলগোড়ি এলাকায় তিনদিন ধরে যে নথি পড়ছিল, সেগুলি আসলে বিহার সরকারের। এমনটাই সূত্রের দাবি।মঙ্গলবার সকালে আন্দুলগোডি এলাকায় পোড়া কাগজ থেকে নথি উদ্ধারের জন্য ঘটনাস্থলে পৌঁছন কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা সিবিআইয়ের আধিকারিকরা। বিষয়টি নিয়ে শুরু হয় রাজনৈতিক তরজা। পরে জানা যায়, নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত কোনও নথি পোড়ানো হচ্ছিল না। ওই ধরনের কোনও আধপোড়া নথি সিবিআইয়ের হাতেও আসেনি বলেই জানা গিয়েছে। যদিও এই ব্যাপারে কোনও কথা বলতে চাননি সিবিআই আধিকারিকরা। বরং বিহার সরকারের কিছু অডিট সংক্রান্ত নথি পোড়ানো হচ্ছিল, এমনই প্রমাণ পেয়েছে সিবিআই। উদ্ধার হওয়া বেশিরভাগ নথিই পরীক্ষা করে সিবিআই আধিকারিকরা জানতে পারেন সেগুলি সবই বিহার সরকারের কৃষি ও মৎস্য দফতরের অডিট সংক্রান্ত নথি।সেগুলি ২০ থেকে ২৫ বছরের পুরনো। আবার এর সঙ্গে বিহারের খনি সংক্রান্ত কিছু নথি ছিল বলেও খবর। বিহার থেকে নথিগুলো কী করে এ রাজ্যে এল এবং সেগুলি কে বা কারা পুড়িয়ে দিচ্ছিল তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।নথি পরীক্ষার পাশাপাশি ডাকা হয় এলাকার দুই তৃণমূল নেতা গৌতম মণ্ডল ও রাকেশ রায় চৌধুরীকে। অভিযোগ, এলাকার বাসিন্দাদের থেকে ওই জমি স্বল্প পয়সায় কিনে নেন বিধায়ক শওকত মোল্লা ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা গৌতম মণ্ডল। তারপর সেই জমি বিহারের বাসিন্দা রাজেশ সিংকে বিক্রি করেন। রাজেশ আবার ওই জমি বিক্রি করে দেন ক্যাপ্টেন তিওয়ারি নামে এক ব্যক্তিকে। গৌতমকে পাওয়া না গেলেও ওই এলাকার উপপ্রধান রাকেশ রায়চৌধরীকে ডাকেন তদন্তকারীরা। রাকেশ ঘটনাস্থলে এসে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন অফিসারদের

আছে? বিজেপি নেতাদের কাছে ্ত টাকা আছে? এখানেই থামেননি মমতা। মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন ভাঙড়ে নথি উদ্ধারের ক্ষেত্রে প্রোটকলও মানেনি সিবিআই। স্থানীয় প্রশাসনকে আ।ালে রেখে হয়তো ভূয়ো বা জাল নথি পোড়ানো হচ্ছিল অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতার বক্তব্য, এটা সিবিআইয়ের চক্রান্ত। ওরা স্থানীয় থানাকে জানায়নি। নিয়ম অনুযায়ী, কোনও তদন্ত বা অনুসন্ধানে যেতে হলে স্থানীয় থানাকে জানানো উচিত। কিন্তু ওরা জানায়নি। হয়তো ওখানে কোনও ভুয়ো বা নকল নথি পুড়ছিল। ওরা শুধু দেখাতে চাইছে এটা সরকারি নথি। আসলে পরিকল্পনা করে তৃণমূলকে বদনাম

২ পৃষ্ঠায় দেখুন

বীরভূমে বিজেপি ছেড়ে শতাধিক পরিবার বামে **সিরাজুল ইসলাম, রামপুরহাট : রু**ক এর বুধিগ্রাম পঞ্চায়েত এর অতিষ্ট হয়ে উঠেছি । হাওড়া ও শনিবার। মালদা'র পর এবার বীরভূম। বাতিনা গ্রামে এই দলত্যাগ ঘটে। বিজেপি এবং তৃণমূল ছেড়ে বহু এখানে এক সভায় বি জে পি র মানুষ লাল পতাকা হাতে তুলে প্রাক্তন জেলা কমিটির সদস্য মাল সহ শতাধিক তফসিলি পরিবার বি জে পি যোগদানের মধ্য দিয়ে। তারপর ছেডে বামফ্রন্টের সঙ্গে কাজ কংগ্রেসেও যোগদানের ঘটনা করার অঙ্গীকার করেন।

ঘটেছে। বীরভূমে বিভেদ ও হিংসার রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ নেতা সহ

সেখানে কার্তিক মাল বলেন,এতদিন বি জে পি তে এ যোগ দান করার পর দলের ছিলাম । দেখলাম এই পার্টিটা কেবল হিন্দু, মুসলমান মানুষদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইছে । আমরা শান্তিপ্রিয় মানুষ, ইসলাম, বানু শেখ, কামাল শতাধিক পরিবার। রামপুরহাট ২ এদের এই সব রাজনীতিতে হাসান।

হুগলির ঘটনা আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। আমরা স্বেচ্ছায় বামফ্রন্টের হুয়েে কাজ করার শপথ নিলাম। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামফ্রন্টের হয়ে কাজ ও লড়াই করার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে

এদের সি পি আই (এম) – হাতে রামপুরহাট এরিযা় কমিটির সদস্য সঞ্জীব মল্লিক, নুরুল ঘটনাটি ঘটেছে

নেতৃবৃন্দ বলেন এতদিন ধরে বি জে পি শুধুমাত্র ধর্মীয় বিভাজন করে ভোটের রাজনীতি । তারা রাজনৈতিক অস্থিতিশীল করতে চাইছে। তারা দেশের সংবিধান মানে না। কর্পোরেট সংস্থার কাছে দেশকে বিক্রি করে দিচ্ছে । শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের সংহতি নিরাপত্তা নিয়ে এরা কিছুই ভাবছে না । কায়েম করতে চাইছে ফ্যাসিবাদ। দেশ থেকে এদের হটাতে হবে। না হলে সর্বশান্ত হয়ে যাবে সব।



কলকাতা/২০ এপ্রিল ২০২৩

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ফোন করা নিয়ে মমতা-শুভেন্দুর পাল্টাপাল্টি চ্যালেঞ্জ

শাহকে ফোন করেছেন প্রমাণ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, যাকে কালকে বঃেদ্যাপাধ্যায়ের ছুড়ে দেওয়া এই চ্যালেঞ্জের টুইটারে জবাব দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেঃদু অধিকারী। বুধবার বিকেলে তিনি টুইট করে তিনি বলেন, আজ প্রমাণ দেব। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিঙ্গুরে বিজেপির এক সভায় শুভেঃদু অধিকারী দাবি করেন, অমিত শাহ নাকি গুভা! ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ডের ভোটের পরে আমি ৩ মার্চ অভিযোগ করেছিলাম। বাতিল

বলেছেন, সেই অমিত শাহকে চারবার ফোন করে পা ধরেছে। বলে, আমার রাষ্ট্রীয় তকমাটা ২৪ পর্যন্ত রাখা যাবে না? অমিতজি বলেছেন, না রাখা যাবে না। আপনি তো ভোট পাননি। আর আমাদের নির্বাচন কমিশন আপনার সুব্রত দাসের মতো নয়।

শুভেন্দুর দাবি খারিজ করে বুধবার নবান্নে মমতা বঙ্গে দ্যাপাধ্যায় বলেন, যদি এই অভিযোগ প্রমাণ করতে পারে করুন জাতীয় দলের তকমা। তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দেব।

স্টাফ রিপোর্টার ঃ তিনি অমিত নিয়মের বাইরে চলে গেছে। এই আমাকে এতো সহজ ভাবার দীর্ঘদিন রাজনীতি করছি। প্রমাণ করতে না পারলে তুমি মানুষের সামনে নাকখত দেবে তো? বুধবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে পাল্টা চ্যাল্ড্রে করে দলনেতা যা খুশি বলছেন। এই দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা। পরিকল্পনা করে ভুল বার্তা দেওয়া হচ্ছে। জনগণের সমর্থণ নেই। তাই এ সব মিথ্যা অভিযোগ করছে।আমাকে এতো সহজ ভাবার কোনও কারণ নেই। আমি দীর্ঘদিন রাজনীতি করছি

প্রচন্ড গরমে একাধিক পথকুকুরের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ভয়ক্ষর গরম। পাচ্ছে তবে ওকে ছায়ার জায়গা দুপুরে রাস্তায় বের হওয়া যাচেছ না। গলে যাচ্ছে রাস্তার পিচ। সেই অবস্থায় এবার হিট স্ট্রোকে একের সারমেয়র মৃত্যু। মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ইতিমধ্যেই ৮৫টি কুকুরকে উদ্ধার করেছে যাদের মধ্যে হিট স্ট্রোকের লক্ষণ ছিল। তাদেরকে কোনও রকমে উদ্ধার করা হয়েছে। একাধিক কুকুরের রেসকিউ সেন্টারে আনার পথেই গরমে কষ্ট পাচ্ছে তবে আপনি কি কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, পশু চিকিসক ও সারমেয় প্রেমীরা জানিয়েছেন, ঘরের বাইরে ওদের এর তরফে সংবাদমাধ্যমকে

থেকে সরিয়ে দেবেন না।

পুরসভার স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, গত দু সপ্তাহ ধরে একের সারমেয়র প্রচন্ড গরমের জেরে মৃত্যু হয়েছে। একেবার ছটফট করতে করতে নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। ধাপা পশু খামারের কাছে বার বার ফোন আসছে কোথাও হয়তো কুকুরটি অস্বাভাবিক আচরণ করছে, কোথাও আবার নাক, মুখ দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে।আধিকারিকদের মতে, আমরা দ্রুত তাদের উদ্ধার করার চেষ্টা করছি। কিন্তু একাধিক ক্ষেত্রে পরীছনর আগে অথবা তাদের নিয়ে আসার পথে মৃত্য়ু হচ্ছে।

পিপলস ফর অ্যানিমালস-খাওয়ার জন্য একটু জল রেখে জানানো হয়েছে, গত এক দিন। যদি দেখেন এমন কুকুর কষ্ট সপ্তাহে অন্তত ৬টি পথকুকুরের

মৃত্যু হয়েছে। নিউ মার্কেট. শ্যামবাজার এলাকায় তাদের মৃত্যু অন্তত পথকুকুরকে তারা রক্ষা করেছেন তারা জানিয়েছেন, শহর জুড়ে কংক্রিটের জল রাখার বসানোর ব্যাপারে তারা করছেন।পশু চিকিসকদের মতে, শুধু পথকুকুররাই নয়, এই সময় বাড়ির পোষা কুকুররাও অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। তাদের সম্পর্কেও সতর্ক হওয়া দরকার। কুকুরদের শরীরে জলশূন্যতা তৈরি হচ্ছে। তার সঙ্গে হিটস্ট্রোক। এর সাধারণ কিছু লক্ষণ হল পায়খানার সঙ্গে রক্ত পড়বে। নাক থেকে রক্ত বের হবে। প্রচন্ড জলশূন্যতা হবে। তাদের পর্যাপ্ত খাবার জল দেওয়া

দরকার। ওআরএস দিয়ে ওদের

জল দিতে পারলে অনেকটা সুবিধা

হবে। কিছুটা স্বস্তি পাবে ওরা।

ভাঙড়ে নথি পোড়ানো

করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

বিরোধীরা ইতিমধ্যেই তৃণমূলকে

কাঠগড়ায় তুলতে শুরু করেছে।

স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বেরও দাবি,

এই বিষয়ে তাঁরা কিছুই জানেন না।

বস্তুত, সিবিআইয়ের একটি সূত্রও

বলছে, নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত

কোনও নথি পোড়ানো হচ্ছিল না।

ওই ধরনের কোনও আধপোড়া

নথি সিবিআইয়ের হাতেও আসেনি

কথা বলতে চাননি সিবিআই

সরকারের কিছু অডিট সংক্রান্ত

নথি পোড়ানো হচ্ছিল, এমনই

বিশিষ্ট কবি ও সমাজকর্মী

গোবিন্দ ভট্টাচার্য স্মরণে

ম্মৃতিসভা

২৩ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা

বিধাননগর আইপিএইচই হল

(৯নং ট্যাঙ্কের কাছে)

গোবিন্দ ভট্টাচার্য স্মৃতিরক্ষা

লেনিনের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে

আলোচনা সভা

২২এপ্রিল বিকাল ৫টা

তনুশ্রী মেমোরিয়াল হল

(দমদম ২নং গেটের কাছে)

বক্তা : ডঃ সুবীর মুখার্জি

ও বাসু আচার্য

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা

সিপিআই

—সিপিআহ

বিধাননগর আঞ্চলিক

যদিও এই ব্যাপারে কোনও

বলেই জানা গিয়েছে।

আধিকারিকরা। বরং

প্রমাণ পেয়েছে সিবিআই।

ভাঙড়ে নথি উদ্ধার নিয়ে

প্রসঙ্গে মমতা

দেখছেন

১ পৃষ্ঠার পর

সিবিআই'এর হাত

পুকুরে উদ্ধার কিশোরীর দেহ

কিনতে যাচ্ছি বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল কিশোরী। পরদিন সকালে পুকুর থেকে উদ্ধার হল তার অর্ধনগ্ন দেহ। ঘটনাস্থল ভরতপুরের খাতুন (১৭)। ভরতপুর থানার এলাকার বাসিন্দা টিনার মা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার ইদের নতুন জামা কিনতে বেরোয় ফেরায় সন্ধ্যায় ভরতপুর থানায় ডায়েরি করে মৃত বুধবার সকালেই ভরতপুরের তালাপুকুর এলাকায় রাস্তার পাশেই একটি অর্ধনগ্ন রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে এলাকার

নিজম্ব সংবাদদাতা : ইদের পোশাক বাসিন্দারা। পুলিশ এসে মৃত কিশোরীর পরিবারকে নিয়ে দেহ চিহ্নিত করে ভরতপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠায় সেখানকার চিকিৎসকরা কিশোরীকে মৃত বলে ঘোষণা করে। জানা গিয়েছে, ওই তালাপুকুর। নিহতের নাম টিনা কিশোরীর সঙ্গে স্থানীয়ে এক যুবকের বিয়ের জন্য যোগাযোগ করা হচ্ছিল। কিশোরীর সঙ্গে সেই যুবকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল দীর্ঘদিন ধরে। তবে বিয়ে নিয়ে ২ পরিবারের মধ্য নাকি বিবাদ ক্রমশই বাড়ছিল। সেই বিবাদের কারণেই মেয়েকে যুবকের পরিবারের লোকজন খুন করেছে বলে দাবি করেছেন মৃত কিশোরীর মা। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে জলাশয়ের মধ্য ওই কিশোরীর ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযক্ত যুবকের পরিবারের সঙ্গে কথা বলছেন তদন্তকারীরা।

লেনিনের ১৫৪তম জন্মদিনে



২২ এপ্রিল ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ লেনিনের ১৫৪ তম জন্মদিন। বিশ্বের প্রথম সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপকার।

প্রতিবারের মতো এবারও ধর্মতলায় লেনিন মূর্তির পাদদেশে ইসকাফের আহ্বানে মাল্যদান অনুষ্ঠানে সামিল হোন। সময় : সকাল ৯টা। এই অনুষ্ঠানে ইসকাফ সকল রাজনৈতিক দল, গণ

সংগঠন ও ইসকাফের সকল শাখা সংগঠনকে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানাচ্ছে।

> —ইসকাফ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ

এরপর বামফ্রন্ট ও সহযোগী দলগুলির ডাকে লেনিন মূর্তির পাদদেশে মাল্যদান পর্বে সামিল হোন। সময় : বেলা ১০টা। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে অংশ নিন।

ফলে রাজ্যব্যাপী সর্বত্র লেনিনের জন্মদিন পালন করুন এবং সমাজ বদলে পুঁজিবাদের অপসারণ ঘটিয়ে সমাজবাদের প্রাসঙ্গিকতা প্রচার করুন।

> —ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ



তালিকাভুক্ত মাদ্রাসা শিক্ষকদের নিয়োগের দাবিতে বুধবার হাজরার মোড়ে বিক্ষোভ। ফটো ঃ কালান্তর

মাদ্রাসা চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ হাজরায়

হাজরা মোড় চত্ত্বর। বুধবার নিয়োগের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির অভিমুখে মিছিল শুরু করেন চাকরিপ্রার্থীরা। কিন্তু হাজরা মোড়েই তাঁদের আটকে দেয় পুলিস। হাজরা মোড়েই রাস্তায় বসে পড়েন চাকরিপ্রার্থীরা।

সেখানেই শুক্র হয় নামাজ পাঠ। চাকরিপ্রার্থী শেখ ইসমাইল বলেন, দিয়ে পাশ করে রাস্তায়ঘুরছি। যারা সাদা খাতা জমা দিয়েছে তারা চাকরি পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের কথা বলতে এসেছি। আর এক মহিলা চাকরিপ্রার্থী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আমরা রাস্তায় ঘুরছি। অথচ রাজ্য

সরকার নিয়োগ দিচ্ছে না। আমরা ইদের আগেই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি মাদ্রাসা চাকরিপ্রার্থীদের বক্তব্য, রাজ্য তাঁদের দিয়েছিলেন যে নিয়োগের বিষয়ে সুরাহা হবে। কিন্তু মাস, বছর কেটে গেলেও সে ব্যাপারে কোনও সমাধান হয়নি বলে দাবি তাঁদের।

হাওড়ায় বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই ১৫০টি দোকান

গভীর রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ছাই হয়ে গেল বহু স্থায়ী এবং ইঞ্জিন কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় সূত্রে খবর, বিধ্বংসী এই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলিয়ে প্রায় ১৫০টি দোকান।

পুলিশ সূত্রের খবর, বুধবার গভীর রাত ১:১৫ নাগাদ একটি মিলে বিধ্বংসী আগুন লাগে। তা থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে নিজেরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে খবর দেওয়া হয় দমকলে। আগুনের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান দমকলকর্মীরা। দমকলের ৩টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌছে কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় বিধবংসী আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় ব্যাবসায়ীদের দাবি, এই আগুন লাগার পিছনে বাজারের পাশে অবস্থিত একটি মিল কর্তৃপক্ষের হাত রয়েছে। তাদের আরও দাবি, সঠিক সময়ে দমকলকে খবর দেওয়া হলেও প্রায় দু'ঘণ্টা পরে ঘটনাস্থলে পৌছয়। যদি দমকল সঠিক সময়ে ঘটনাস্থলে পৌছত তাহলে আগুনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকটাই কম হত। স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের ক্ষোভ উগরে দেন দমকল ও পুলিশের

স্থানীয় বাসিন্দা আক্রম খান সরাসরি এই ঘটনার পিছনে ল্যাডলো বাজার কর্তৃপক্ষকেই দায়ী করেন। তিনি এই ঘটনাকে চক্রান্ত বলেই দাবি করেন। তিনি জানান, রাত্রি ১:১৫ নাগাদ যখন আগুন লাগে তারা বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। বারবার বলা সত্ত্বেও বাজারের মূল গেট খোলা হয়নি। এরপর আগুন

আরও বেড়ে যাওয়ার পরে ওই বাজারে কর্তব্যরত ল্যাডলোর কর্মীরা পালিয়ে যায়। ইদ উপলক্ষে অনেক দোকান খোলা হয়েছিল। আগুনে কয়েক কোটি টাকা মূল্যের পণ্যসামগ্রী পুড়ে নম্ভ হয়ে গিয়েছে বলে তিনি জানান। এতে বহু দোকানদার সর্বস্বান্ত হয়েছে বলেই দাবি করেন আক্রম।

তিনি আরও জানান, ইদ উপলক্ষে নিজেদের সবকিছু জমা রেখে অনেকে দোকান দিয়েছিলেন। এই আগুনে সব কিছু পুড়ে শেষ হয়ে গিয়েছে। গোটা ঘটনায় ওই এলাকায় চাপা উত্তেজনা রয়েছে। কোনও ধরণের অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ বাহিনী।

গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হাওড়া গ্রামীণ পুলিশ। যদিও ল্যাডলো কর্তৃপক্ষ ও ভূমিকায় দমকলের এলাকার বাসিন্দারা।

স্টাফ রিপোর্টার : সামনেই রাজ্যে হয়েছিল। মমতা বলেন, এটা ছোট পঞ্চায়েত ভোট। বছর ঘুরলেই ব্যাপার। আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি না। ২০২৪ লোকসভা ভোট। তার আগে মুকুল রায়ের দিল্লি রওনা হওয়া নিয়ে রাজ্যরাজনীতির অলিন্দে ঘুরপাক খেয়েছে বহু প্রশ্ন। তাঁর পুত্র শুভ্রাংশু দাবি করেছেন, বাবার মানসিক অবস্থা ঠিক নেই। এরপর মুকুল রায় জাতীয় মিডিয়ার সামনে সাফ জানিয়ে দিলেন তিনি তৃণমূলে আর নেই।তদন্তের হাত থেকে বাঁচতে মুকুলকে দিল্লি পাঠিয়েছেন মমতা, এমনটা প্রাক্তন মেয়র ও আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তৃণমূলের অন্দরমহলের খবর, এ সবের মধ্যে মুকুল রায় কোন দলে তা নিয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিচেছ না দল। তাঁর ছেলে শুল্রাংশুর করা মিসিং ডায়েরি তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নবান্নে তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,ওঁর ছেলে একটা মিসিং ডায়েরি করেছে বলে শুনেছি। কেউ যদি মিসিং ডায়েরি করে, তাহলে প্রশাসনের কাজ হল, তিনি কোথায় আছেন, ভালো আছেন কি না তার খর্মাজ নেওয়া।সোমবার রাতে মুকুল রায় যখন দিল্লি যান সেই সময় তাঁর সঙ্গে দু'জন শিবিরে? বিজেপির দিলীপ ঘোষ ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হয় , বিজেপি বা কোনও এজেন্সি কি এর পিছনে রয়েছে? উত্তরে মমতা সবের মধ্যে মুকুল রায় কোন দলে

এড়িয়ে যাওয়াই ভাল। তবে মিসিং

অভিযোগটা গুরুত্বপূর্ণ। বিকাশবাবুর দাবি, নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডের তদন্তে অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রীকে তলব করা উচিত সিবিআইয়ের। এই দুর্নীতিটা পরিকল্পনামাফিক হয়েছে। আর সেই পরিকল্পনা হয়েছে রাজ্যের নম্বর। সমস্ত কিছুর জন্য দায়ী হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। ওসব নাটক, মাথাখারাপ, পেটখারাপ এসব বলে লাভ নেই। এখন তিনি চেষ্টা করছেন নিজেকে এবং অভিষেককে বাঁচাবার জন্য। কারণ, তদন্ত যে জায়গায় গেছে সেখান থেকে ওদের বাঁচার কোনও রাস্তা নেই। সেই জন্য বুধবার দুপুরে বারাসত আদালতে এই মন্তব্য করেন বিকাশরঞ্জনবাবু। বাংলার রাজমীতির এই দোর্দগুপ্রতাপ নেতা তৃণমূল এককালে গিয়েছিলেন বিজেপিতে। পরে বিজেপি ছেড়ে তিনি পুত্র শুভ্রাংশুর সঙ্গে ফের তৃণমূলে যোগ দেন। এরপর ২০২৩ সালে ফের একবার প্রশ্ন মুকুল রায় এই মুহূর্তে কোন রাজনৈতিক বলেছেন, আমাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। তৃণমূল বলছে, এ বলেন, দুজন নিয়ে গিয়েছে তা নিয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে না দল। আবার মুকুল নিজে বলছেন কিনা আমি বলতে পারব না। হতে তিনি বিজেপিতে আছেন। সব

মিলিয়ে ব্যাপারটা গোলমেলে।

হরিহরপাড়া কেশাইপুরে ৬টা বসতবাড়ি পুড়ে ছাই

আনসার মোল্লা : হরিহরপাড়া ব্লকের কেশাইপুর গ্রামে বুধবার দুপুরে রান্না করার সময় আগুন লাগে সালাউদ্দিনের বাড়িতে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে আরও ৫টি বাড়িতে। সলাউদ্দিন শেখ, ইংরাজ শেখ, সাহাবুল শেখ ও সাইফুল শেখের বাড়িও পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ১টি গরু ও ১টি ছাগলও পুড়ে মারা যায়।

দেওয়া দমকলবাহিনীকে তারা এসে আগুন আয়ত্ত্বে আনে। আগুনে আহত হয় একটি বাচ্চা সহ মোট ৫ জন। একজনের অবস্থা খারাপ হওয়ায় তাকে বহরমপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হয়েছে। বাকিদের হরিহরপাড়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া

পৌছেছে ঘটনাস্থলে হরিহরপাড়ার ব্লক জয়েন্ট বিডিও, স্থানীয় বিধায়ক নিয়ামত হোসেন ও স্থানীয় পুলিস। বাড়িতে থাকা টাকা-দরকারী খাদ্যদ্রব্য, কাগজপত্র সবই পুড়ে ছাই হয়ে গৃহহারাদের সরকারিভাবে ত্রানের ব্যবস্থা করা বলে জানান জয়েন্ট বিডিও।

কয়লা–মাফিয়া রাজু খুনে গ্রেপ্তার মূলচক্রী অভিজিৎ

<mark>নিজস্ব সংবাদদাতা : ১৮</mark> দিনের মাথায় রাজু ঝা খুনে প্রথম গ্রেপ্তারি। পুলিশের জালে মূলচক্রী অভিজি মণ্ডল। মঙ্গলবার গভীর রাতে কাঁকসা থানা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে শক্তিগড় থানার পুলিশ। ধৃতকে জেরা করলেই বাকি অভিযুক্তদের হদিশ মিলবে বলে আশাবাদী

গত ১ এপ্রিল পূর্ব বর্ধমানের শক্তিগড়ে দুষ্কৃতীরা গুলিতে ঝাঁজরা করে দেয় রাজু ঝাকে। নীল গাড়িতে চেপে এসে কাজ সেরে আবার ওই গাড়িতেই চম্পট দেয় শার্প শুটাররা। ঘটনাস্থলে একটি নীল রঙের বাইকেরও অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তাতে শার্প শুটারদের সঙ্গে থাকা একজনকে চেপে পালাতে দেখা গিয়েছে। পরে ওই নীল চারচাকা গাড়িটি শক্তিগড় থানার অদূরে উদ্ধার করা হয়। এই নীল গাড়িটিকে ঘটনার ভোরে পশ্চিম বর্ধমানের ডুবুরডিহি চেক পোস্ট দিয়ে ঝাড়খণ্ড– বিহারের দিকে যেতে ও ওইদিন দুপুরে আবার ফিরে আসতে দেখা যায়। কিন্তু গাড়ির হদিশ পাওয়া গেলেও রহস্যের শিকড়ে পৌঁছতে পারছিলেন না তদন্তকারীরা। কারণ, ওই নীল গাড়িটি দিল্লি থেকে চুরি করা হয়েছিল বলেই জানতে পারে সিট।

তদন্তে নেমে ১৮ দিনের মাথায় অবশেষে মূলচক্রীর সন্ধান পেল পুলিশ। জানা গিয়েছে, শক্তিগড় থানার পুলিশ কাঁকসা থানার সহযোগিতায় কাঁকসা গোপালপুর এলাকা থেকেই গ্রেপ্তার করে অভিজিকে। যদিও অভিযুক্ত পালানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। জানা গিয়েছে, বুধবারই আদালতে তোলা হবে ধৃতকে। পুলিশের অনুমান, ধৃতকে জেরা করলেই রাজু ঝা হত্যা রহস্যের কিনারা করা সম্ভব হবে। প্রসঙ্গত, অভিজিতের আসল বাড়ি বাঁকুড়ায়। রানিগঞ্জের মাফিয়া নারায়ণ গেরফার গাড়ি চালাত অভিজি। দীর্ঘদিন ধরে রাজুর সঙ্গে বালি ও কয়লা সংক্রান্ত বিরোধ ছিল নারায়ণের। ফলে সেই কারণেও এই খুন হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

মিলল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর দেহ

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফোন পেয়ে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে ৩ দিন ধরে নিখোঁজ। অবশেষে উদ্ধার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর দেহ। ঘটনার নেপথ্যে পারিবারিক অশান্তি নাকি অন্য কোনও কিছু, তা জানার চেষ্টায় পুলিশ। মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘির কান্তনগরের বাসিন্দা দীপঙ্কর মণ্ডল। এবছর মাধ্যমিক দিয়েছে সে। পরীক্ষার পর উপার্জনের তাগিদে বাবা অশোক মণ্ডল তাকে একটি টোটো কিনে দিয়েছেন। জানা গিয়েছে, গত রবিবার দুপুরে দুই যুবক দীপক্ষরকে ফোন করে। জানায়, তার টোটোয় করে কুমড়ো নিয়ে যেতে হবে। সেই জন্য রঘাথগঞ্জ আইলের উপর ডেকে পাঠায় ছাত্রকে। সেই যে বাড়ি থেকে বের হয়, এরপর আর ফেরেনি দীপঙ্কর। পরিবারের লোকেরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ নিলেও কোনও লাভ হয়নি। অবশেষে পুলিশের দ্বারস্থ হন তাঁরা। সাগরদিঘি ও রঘুনাথগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। মোবাইল টাওয়ার লোকেশন খতিয়ে দেখে জানতে পারে শেষ রঘুনাথগঞ্জ আইলের উপর ছিল দীপঙ্কর। এরপর তারা দেখে ওই এলাকায় আর কে কে ছিল একই সময়। এরপরই তিনজনের খোঁজ পায় পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় তাদের মধ্যে দুজনকে। এরপরই প্রকাশ্যে আসে গোটা বিষয়টা। পুলিশের দাবি, ধৃতেরা খুনের কথা স্বীকার করে নিয়েছে। ধৃতদের থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার ভোরে উদ্ধার করা হয় দীপক্ষরের দেহ। হবে খুনের কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা। মৃতের পরিবার সূত্রে খবর, আত্মীয়ের সঙ্গে জমি নিয়ে অশান্তি চলছিল, ফলত সেই কারণে এই খনের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।

চা শ্রমিকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা : চা বাগানের শ্রমিক কলোনি থেকে উদ্ধার চা শ্রমিকের ঝুলন্ত দেহ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায বিধাননগরে। বুধবার সকালে সইদাবাদ চা বাগানে নিজের ঘর থেকে উদ্ধার হয় মনোজ প্রসাদ নামে ওই শ্রমিকের দেহ। স্থানীয় সূত্রের খবর, মৃত মনোজ প্রসাদ সইদাবাদ চা বাগানেই কাজ করতেন। বুধবার সকালে তাঁর পরিবারের সদস্যরা ডাকাডাকি করলেও তিনি সাড়া দেননি। এরপর ঘরের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে শিলিগুড়ি কমিশনারেটের পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠায়। মঙ্গলবার রাতেও মত মনোজ প্রসাদ স্বাভাবিক ছিলেন বলে দাবি প্রতিবেশীদের। স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামল রায বলেন, মনোজ ভাই কী কারণে এমন করল কিছুই বুঝতে পারছি না। মঙ্গলবার রাতেও দেখা হয়েছিল। তখনও বুঝতে পারিনি এমন কিছু ঘটবে। চা শ্রমিকের এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হাসপাতালের দেওয়ালের টাইলস খসে আহত রোগী

নিজস্ব সংবাদদাতা : হাসপাতালের দেওযাল থেকে আচমকা টাইলস খসে আহত হলেন রোগী। এই ঘটনায় পিঠে আঘাত পেয়েছেন রেশমি রাওয়াত নামে ওই রোগী। লাটাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের ঘটনা। আলিপুরদয়ারের কালচিনি ব্লকে অবস্থিত এই হাসপাতালটি। সেখানকার ফিমেল ওয়ার্ডে আচমকা দেওয়াল থেকে টাইলস খসে পড়ে। সেই সময় দেওয়ালের দিকে শুয়েছিলেন রেশমি রাওয়াত নামে ওই রোগী। তিনি পিঠে গুরুতর আঘাত পান। পাশাপাশি জানা গিয়েছে ওই হাসপাতালের ডেলিভারি ওয়ার্ডেও একইরকমভাবে টাইলস খসে পড়েছে। সেখানে কেউ আহত হয়নি। হাসপাতালের দেওয়াল থেকে টাইলস খসে পড়ে রোগী আহত হওয়ার ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে বাকিদের মধ্যে। এই বিষয়ে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে অভিযোগও করা হয়। সেই অভিযোগ পেয়ে হাসপাতাল পরিদর্শনে আসেন ব্লক মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুভাষ কর্মকার। এরপর তাঁর নির্দেশে দেওয়ালের পাশ থেকে রোগীদের সরিয়ে অন্য বেডে নিয়ে যাওয়া হয়। পাশাপাশি দেওয়ালের টাইলস মেরামতেরও কাজও শুরু হয়।

মুকুলকাণ্ডে গা বাঁচাচ্ছে তৃণমূল–বিজেপি

কোনও এজেন্সির মাধ্যমে। বিজেপি

পারে তাঁকে হুমকি দেওয়া

সচিবালয়ে (নবান্নে)। পার্থ তো ২ মুকুলকে জোর করে পাঠিয়েছেন।

২০ এপ্রিল, ২০২৩/কলকাতা

भिन्न, ख्या क्या कर्ममश्या

৯টি কোম্পানিতে আরও হাজার হাজার কর্মী ছাঁটাই

বারও কর্মী ছাঁটাই গত মার্চেই ব্যয় কমাতে করছে মেটা। এবার আরও এক দফা কর্মী ১০ হাজার কর্মী ছাঁটাই করবে ছাঁটাইয়ের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম–সব কোম্পানি থেকেই ছাঁটাই ছাঁটাই করতে পারে মেটা। হবে। আজ বুধবারই শুরু হচ্ছে এ প্রক্রিয়া। সেই সঙ্গে কোম্পানি ওয়াল্ট ডিজনিও শিগগির ছাঁটাই শুরু করতে যাচ্ছে। গত নভেম্বরে এক দফা কর্মী ছাঁটাই করেছিল মেটা। সেই সময় সিলিকন জানিয়েছে ইকোনমিক টাইমস। ভ্যালির অনেক কোম্পানি মন্দা পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে খরচ কমাতে কর্মী ছাঁটাইয়ের পথে হেটেছে। মেটাও তাদের কর্মীদের ১৩ ছেঁটে ফেলেছিল। এতে ১১ হাজার কর্মীর চাকরি কর্মীর সংখ্যা ২ লাখ ২০ গিয়েছিল মেটায়। দ্বিতীয় দফায় হাজার। ফেব্রুয়ারি মাসে ডিজনি মেটায় চাকরি যেতে চলেছে ঘোষণা দিয়েছিল, বছরে ৫৫০ আরও অন্তত ১০ হাজার কোটি ডলার ব্যয় কমানোর অর্থনৈতিক পত্রিকা ব্লুমবার্গ হাজার কর্মী ছাঁটাই করবে।তবে নিউজের সূত্র জানিয়েছে, বুধবার আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়ে কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘোষণা ফ্র্যাঞ্চাইজ সম্পদ ও সুপরিচিত দেবে মেটা। সেই বিবৃতি তারা ব্র্যান্ডে বেশি জোর দেবে স্বচক্ষে দেখেছে বলেও দাবি তারা। সে জন্য বিনোদন

শুধু তা–ই নয়, এপ্রিলের পর মে মাসে আরও এক দফা কর্মী

অন্যদিকে কোম্পানি ওয়াল্ট ডিজনি ১৫ কর্মী ছাঁটাইয়ের দিয়েছে। বিশ্বের সবখানে সব বিভাগের কর্মী এ ছাঁটাইয়ের শিকার হবেন বলে ২৪ এপ্রিল থেকে কর্মীরা ছাঁটাইয়ের নোটিশ পেতে শুরু করবেন বলে জানিয়েছে তারা। আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে ছাঁটাই। সারা বিশ্বে ডিজনির আন্তর্জাতিক অংশ হিসেবে তারা সাত সামগ্রিকভাবে বিনোদন থেকে কিছুটা সরে আসবে ডিজনি। পত্রিকাটি। মেটার বিভাগেই সবচেয়ে বেশি কর্মী প্রতিষ্ঠাতা জাকারবার্গ অবশ্য ছাঁটাই হবে। ভিডিও স্ট্রিমিং



মার্কিন মূলুক ও ইউরোপ জুড়ে চলমান শ্রমিক বিক্ষোভের একটি।

হওয়া এ ছাঁটাইয়ের অন্যতম

করপোরেশনের এনবিসি ইউনিভার্সাল, ওয়ার্নার ইনকরপোরেশন প্যারামাডণ্ট গ্লোবালের মতো

মিডিয়া কোম্পানিতেও ছাঁটাই

প্রযুক্তি খাতে ছাঁটাইয়ের যে মানুষ ঘরে থেকে কাজ মচ্ছব শুরু হয়েছিল, এ করেছেন। এতে তখন প্রযুক্তির বছরও তা চলছে। লে অফ ডট এফওয়াইআইয়ের নুসারে, চলতি বছর ইতিমধ্যে ৫৯৪টি কোম্পানির ১ লাখ ৭১ হাজার ৩০৮ কর্মী ছাঁটাই নিয়োগ দিয়েছে বড় বড় প্রযুক্তি

কেন এ ছাঁটাই ঃ মহামারির কমে যাওয়ায় কর্মীদের বিদায় ইকোনমিস্ট বলছে, প্রযুক্তির যা

থেকে তেমন একটা ব্যবসা না হবে। ২০২২ সালে ব্রিটেনের সময় বিশ্বের বিপুলসংখ্যক করা হচ্ছে। এ মুহূর্তে বিপুল ছাঁটাইয়ের আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমতা বা চাহিদা বেড়ে যায়। অতিরিক্ত আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স চাহিদা মেটাতে ২০২০ সালের (এআই)। এআই খাতে জুন থেকে ২০২২ সালের বিনিয়োগের পরিমাণ ক্রমেই জুনের মধ্যে বিপুল কর্মী কোম্পানিগুলো। এতেই তৈরি কোম্পানি। কিন্তু এখন চাহিদা অর্থসংকট। হয়েছে

বৃদ্ধির নতুন পথ বেরোচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহজ পথ হচ্ছে কমী ছাঁটাই এবং তা করেই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে তারা। আরও কর্মী ছাঁটাই হচ্ছে ঃ ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ ও ইনস্টাগ্রামের মূল প্রতিষ্ঠান মেটা আবারও কর্মী ছাঁটাই করতে বুধবার মেটার আওতাধীন সব প্রতিষ্ঠান থেকে কর্মী ছাঁটাই করা হবে বলে হয়েছে।ইতিমধ্যে মেটা তাদের প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপককে এই ছাঁটাইয়ের বিষয়ে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে। আজ থেকে কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘোষণা আসবে এমন প্রস্তুতিও তাঁদের নিতে বলা হয়েছে। এই ছাঁটাই কার্যকর হলে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম ও রিয়েলিটি ল্যাবের অনেক কর্মী চাকরি হারাবেন। প্রধান নির্বাহী মার্ক জাকারবার্গ আরও ভালো ও কর্মীগোষ্ঠী তৈরি

গতি–প্রকৃতি, তাতে এ মুহূর্তে

এআই খাতে কেউই বিনিয়োগ

কমানোর ঝুঁকি নিতে চাইছে না।

কিন্তু এখনই তা থেকে আয়

চেয়েছিলেন। সেই লক্ষ্যেই নতুন করে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। গত মাসে মেটা ১০ হাজার কর্মী ছাঁটাই করার ঘোষণা দেয়। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটিতে যে পাঁচ হাজার পদ শূন্য রয়েছে, সেসব পদেও কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে না বলে জানানো হয়েছিল। এর আগে গত বছরের নভেম্বরে মেটা তাদের ১১ হাজার কর্মী ছাঁটাই করে। সে সময় ছাঁটাই হয়েছিলেন প্রতিষ্ঠানটির ১৩ শতাংশ কর্মী। গত ৫ মাসের মধ্যে মেটা ২১ হাজার অর্থাৎ প্রায় ২৫ শতাংশ কর্মী ছাঁটাই করল। গত বছরের শেষ তিন মাসে কোম্পানির আয় আগের বছরের চেয়ে কমে যাওয়ায় কমী ছাঁটাই শুরু করে মেটা। মেটা ২০২৩ সালকে 'সক্ষমতার বছর' বর্ণনা করে এর পক্ষে প্রচার চালাচ্ছে। বিশ্বজুড়ে অর্থনীতিতে মন্দা ব্যবস্থা মোকাবিলা করতে এ পদক্ষেপ নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। মেটার প্রধান নির্বাহী মার্ক জাকারবার্গ বলেন, আবার কর্মী ছাঁটাই করার বিষয়টি পীড়াদায়ক হলেও 'সক্ষমতার বছরের অংশ হিসেবে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

কংসাবতী কংক্রিট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্মেলন

সংবাদদাতা



কংসাবতী কংক্রিট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সন্মেলনের আগে মিছিলের এলাকা প্রদক্ষিণ

পশ্চিম মেদিনীপুরের কংক্রিট ওয়াকার্স ইউনিয়নের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বুধবার করে শ্রমিকরা এলাকা পরিক্রমা করেন। রক্ত পতাকা উত্তোলন মাল্যদান করেন

কুন্তল খামরুই সহ সংগঠনের সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বিপ্লব ভট্ট। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বাবলু বিশ্বাস। বক্তব্য রাখেন মনিকুন্তল খামরুই। এছাড়াও সাধারণ শ্রমিকরাও আলোচনা করেন। আগামীদিনে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের

ফটো ঃ নিজস্ব বিপ্লব ভট্ট, বাবলু বিশ্বাস, মনি শ্রমিক বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে লাগাতার তোলার আহবান হয়। সম্মেলন থেকে বাবলু বিশ্বাসকে সভাপতি, মণিকুন্তল খামরুই কার্যকরী সভাপতি. উৎপল রায় সম্পাদক, শিবু ঘোষ ও অশোক নিয়ে কমিটি গঠিত হয়।

খড়গপুরে ডি আর এম দপ্তরে ২৫শে এআইটিইউসি– সিআইটিইউ–র যৌথ প্রতিবাদ আন্দোলন

সংবাদদাতা

শের বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ধীরে *বে*সরকারিকরন বলা হচ্ছে ১০০ দিনের একশান প্লান, কখনও বলা হচ্ছে অমৃত ভারত স্কীম, বিক্রি. রেল ইঞ্জিন থেকে টিকিট কাউন্টার, রেল লাইন সাইকেল স্ট্যান্ডে সাইকেল. রেল নগরী নামে পরিচিত, বহু রেল কর্মচারী, বহু রেলের ব্যবসা বাণিজ্য জায়গায় অনুমোদিত দোকানদার, ফুটপাত হকার কন্ট্রাকচুয়াল, এছাড়া চাকুরি

না পেয়ে ফুট কিংবা সপে

ব্যবসা করেন প্রায় ৩০ লক্ষ

মানুষ, রেলের অপ্রয়োজনীয় শুরু হয়েছে এবং পুরোটাই

মানুষের কর্মসংস্থান রেলে, কেউ চাকুরি করেন, ব্যবসা করেন, রেল বস্তিতে বসবাস করেন. উচ্ছেদের পরিকল্পনা করছে রেল, ইতিমধ্যে মোটর সাইকেলে চেটানোর কাজ হচ্ছে, ৫৫ বছর বয়স, ৩০ বছর চাকুরি ভি আর এস প্রথা অব্যাহত, নতুন করে সার্ভিস বায়োডাটা উদ্যেশ্য হচ্ছে, প্রকারে প্রধানমন্ত্রীর স্লেহধন্য আদানিকে সুযোগ বিভিন্ন দেশের শহরে অনুমোদিত দোকান সরানোর নোটিশ জারি করা হয়েছে, ধীরে ধীরে রেল বস্তিগুলি খালি করার প্রস্তুতি

চিন্তভাবনা হস্তান্তরের করপোরেট চিন্তাভাবনা, মাননীয়া রাষ্টপতির নাম ব্যবহারিত তীব্র চক্রা**ন্তে**র হচ্ছে, নামকরণ হচ্ছে অমৃত জানাই, বিষয়টি ভারত স্কীম, জায়গা খালি জানিয়ে করার জন্য ৭০ কোটি টাকা আধিকারিকদের অনমোদন করা হয়েছে. দাবি করা হয়েছে, সাথে জায়গা করপোরেট হস্তান্তরের সাথে আগামী ২৫ পর করপোরেট–এর কাছ থেকে টেন্ডার মাধ্যমে জায়গা ইউ–র উদ্যোগে খড়গপুর– ভাড়া দিয়ে মোটা টাকা করিয়ে দেওয়ার র ডিআরএম

১২টায় চলছে. পুঁজিপতিদের সুযোগ পাইয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন দাও, তাই আমরা এই করা হয়েছে, এই প্রতিবাদে হবে, এবং গণ আন্দোলনের প্রতিবাদ মধ্যে দিয়েই নীতি বদল, করপোরেটমুখি সরকার বদল হস্তক্ষেপ করতে হবে। এক বিবৃতিতে এআইটিইউসি–সিআইটি এআইটিইউসি'র রাজ্য উপ সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব অফিসের ভট্ট।

এআইটিইউসি'র অ্যাফিলিয়েশন ফি ও এইচ ফর্ম প্রসঙ্গে

ইউনিয়নের ২০২২ সালের এইচ ফর্ম রাজ্য শ্রম দপ্তরে জমা করা শেষ করতে হবে। তাই, অবিলম্বে অ্যাফিলিয়েশন ফি ও এইচ ফর্ম–এর কপি এআইটিইউসি রাজ্য দপ্তরে জমা করার ব্যবস্থা নিন।

শ্রম দপ্তর প্রতি বছর ইউনিয়নের তরফে নির্ভুল এইচ ফর্ম জমা করার উপরে গুরুত্ব দিচ্ছে। অন্যথায় দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিতে এমনকি ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন পর্যন্ত বাতিল করছে। সকলের কাছে অনুরোধ এআইটিইউসি রাজ্য দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে এইচ ফর্ম ফিল আপ করুন এবং দপ্তরে জমা করার ব্যবস্থা নিন। পুনরায় উল্লেখ করা হচ্ছে প্রতি বছর অ্যাফিলিয়েশন ফি জমা করাও বাধ্যতামূলক।

উজ্জ্বল চৌধুরী

সাধারণ সম্পাদক এআইটিইউসি পশ্চিমবঙ্গ কমিটি

কালান্তর

সম্পাদকীয়

৫৬ বর্ষ ১৯০ সংখ্যা 🗖 ৬ বৈশাখ ১৪৩০ 🗖 বৃহস্পতিবার

সামান্য ক্ষতি!

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এখন তীব্র তাপপ্রবাহ চলছে। সেই সঙ্গে জলকস্ট। গরমে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে মাঠে ঘাটে কাজ করতে বাধ্য হন তারা সবাই দিশেহারা। অসস্থ হয়ে দেশের নানান জায়গায় বেশ কয়েকজন প্রাণ হারিয়েছেন। এদের নীরব মৃত্যুর হিসেব আর কে রাখে? এমন প্রাকৃতিক দুর্ভোগ ও দুর্বিপাক হলে সরকারের মানুষকে সাধ্যমত রিলিফ দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে তার ছিটেফোঁটা পাওয়া যাচ্ছে না। উল্টে সরকারের নিষ্ঠর ও নির্দয় আচরণে অকারণে ১১টি প্রাণ ঝরে গেল কয়েক দিন আগে। আপনাসাহেব ধর্মাধিকারীকে মহারাষ্ট্র ভূষণ পুরস্কার দিতে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ শিণ্ডে। অমিত শাহ আসবেন, অতএব লোক জড়ো করে মচ্ছব হবে না সে হয়। রবিবার প্রবল দাবদাহে খোলামাঠে ঠিকমত জমায়েত করার জন্য গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ ও কর্নাটক থেকে লোক আনা হয়েছিল। এছাডা মহারাস্ট্রের গাঁ-গঞ্জের মানুষ তো ছিলেনই। সেদিন তাপমাত্রা ছিল ৪২ ডিগ্রি। যারা এসেছিলেন তাদের জন্য জল, রোদ থেকে বাঁচবার ব্যবস্থা ছিল না। অনুষ্ঠান চলেছে বেলা ১১টা থেকে একটা। একে নির্মম রসিকতা ছাড়া আর কি বলা যায়। সাধারণ মানুষের প্রতি সামান্য দরদ এত তীব্র গরমে এভাবে অনুষ্ঠান করা হত না। যতদুর জানা যায়, লাখ তিনেক লোক উপস্থিত হয়েছিলেন রাজপুরুষদের ডাকে। অন্তত ৬০০ জন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। অনেককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিণ্ডে মৃতদের পরিবার বর্গকে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপুরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। তবে এমন মৃত্যুকে হত্যা ছাড়া কিছুই বলা যায় না। কোন রাজপুরুষকে মহিমামন্ডিত করতে এতগুলো প্রাণ বিসর্জন দিতে হল।

্বাথমটা

মানুষ

🏿 স্থীকতি। অম্পূশ্যতা এমন

একটা

ছিল

সম্পূৰ্ণত

হয়ে

এবং

হিসেবে

ভারতীয় সংবিধান কি জয় শ্রীরাম ভক্তদের আসামীদের এনকাউন্টারে মেরে ফেলার অধিকার দিয়েছে?

পীযুষকান্তি বালা

খুন

তা

মানেন

এনকাউন্টারে

ঘটনা

তিছ দিন ভারতের শিরোনামে উঠে এসেছে গ্যাংস্টার ও সমাজবাদী পার্টির ৫ বারের বিধায়ক ও ২ বারের স্থরাষ্ট্রমন্ত্রীর একশত সাংসদ আতিক আহমেদের ছেলে আসাদ আহমেদ ও তাঁর সঙ্গী মহম্মদ গুলাম নিহত হয়। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি আইনজীবী উমেশ পালের ঘটনায় অভিযুক্ত এবার সাংবাদিকদের হাতে ১৭ রাউভ গুলি খেয়ে খন হলেন আতিক ভাই আশরাফ। স্বাভাবিকভাবেই দেশ এনকাউন্টার মে ঠোক দো ফর্মুলা প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছে। যে ফর্মলায় বিশ্বাসী মোদি–শাহের দাবি ছিল যে বিশ্বের দরবারে ফিয়ার ফ্রি স্টেট তক্মা ভারতের এক্মাত্র রাজ্য উত্তর প্রদেশের পাওয়া হয়ে গেছে। সত্তর শতাংশ

যোগী জমানায়। ২০১৭ থেকে যোগী আদিতনোথ ক্ষমতায় মানুষের ক্রিমিনালদের সম্পর্কে ভীতি দূর করতে জিরো টলারেন্স নীতি প্রয়োগ করেছেন যোগী আদিত্যনাথ। সঙ্গে আছে সংখ্যা মুসলিমদের বুলডোজার আক্রমণ। আর দলিতদের ওপর অত্যাচার তো

ভারতের জয় শ্রীরাম ভক্তদের ধর্মীয় অধিকার। সংবিধানের আইন ও মুক ও বধির হয়ে হয়তো সংবিধান প্রণয়ন যিনি করেছেন তিনি একজন দলিত মান্য বলেই এমন ঔদ্ধত্য যার পেছনে দেশের প্রধানমন্ত্রী હ শতাংশ সমর্থন রয়েছে। এমনিতেই উত্তর প্রদেশ সরকারের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে ২০১৭ সালে গেছে যোগী আদিত্যনাথ দায়িত্ব নেওয়ার পর্যন্ত ১০৩১৭টি এখনও এনকাউন্টার উত্তর পুলিসের তরফে হয়েছে। যার মধ্যে মীরাট পুলিসের অধীনে জুড়ে যোগী আদিত্যনাথের হয়েছে ৩১৫২ এবং ৬৩ জন আসামী মারা গেছে, আর ১৭০৮ জন গ্রেফতার হয়েছে। অন্যদিকে আগ্রা পুলিসের অধীনে ১৮৪৪টি এনকাউন্টার হয়েছে যার মধ্যে ১৪ জন মারা ৪৬৫৪ জন গ্রেপ্তার হয়েছে। মাত্র ৫৫ জন পুলিস কর্মীরা আহত হয়েছেন। গত ৬ বছরে বেরিলিতে ১৪৯৭টি এনকাউন্টারে ৭ জন আসামী মারা গেছে, ৪৩৭ জন আহত ৩৪১০ জন গ্রেপ্তার হয়েছে। উত্তর প্রদেশ সরকার পুলিসের উদ্দেশ্য ছিল জিরো টলারেন্স নীতি প্রয়োগ করে ও

গত ১৩ এপ্রিল গ্যাংস্টার তিন আততায়ী সানি করানে. পলিটিশিয়ান আতিক মৌর্য আহমেদের যারা সঙ্গী মহম্মদ গুলাম মেরে এনকাউন্টারে ফেলে উত্তর প্রদেশ সরকারের পুলিসের ছদ্মবেশী সাংবাদিকদের হাতে ১৭ গুলিতে আতিক আহমেদ ও তাঁর ভাই আশরাফ হওয়ায় সংবিধানের অধিকার আজ প্রশ্নের মুখে। সুপ্রিম কোর্টের আসলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার আইনে পুলিসি মোট সদস্য এই মুহুর্তে ৭৮ নিৰ্দেশনামা আছে সম্পর্কে যে যোগী

এখন প্রশ্ন উঠবেই যোগী উত্তর প্রদেশের পুলিস পালন করেছে কিনা অভিযোগ এক মাফিয়া রাজ খতম করতে অভিযোগ গিয়ে আর এক বজরঙ্গরাজের দিচ্ছে। এটা এনকাউন্টার নয় বলা যেতে পারে ঠোক দো রাজ। যোগী রাজ্যে এন এইচ আর সি তদন্ত করার এক্তিয়ার বোধহয় নেই। আসাদের দাফনে থাকার আর্জি মঞ্জর আসাদের পাশে এবার আতিক আহমেদের দাফন হবে নিশ্চয়। 80 (গুন্ডাগিরি দাদাগিরি) চলার মাশুল দিতে হল। অপরাধীর শাস্তি হবে আদালতে। আর এনকাউন্টারে মেরে ফেলার যোগী রাজ্যে অপরাধীর শাস্তি

সাংবাদিক ছদাবেশে পযেন্ট ব্লাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে আতিক ও তাঁর ভাই আশারাফকে খুন করে। ধরা পড়ার পর তারা জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিতে থাকে। জেরায় তারা স্বীকার করেছে তারা বজরঙ দলের সদস্য। যোগী রাজ্য আজ উত্তর প্রদেশ এনকাউন্টার প্রদেশ হিসাবে খ্যাতি লাভ করলো।

জন। এর মধ্যে ৭০ জন কোটিপতি। কয়েকজনের সম্পত্তি ৫০ থেকে ১০০ কোটিরও বেশি। কোটিপতিদের পাশাপাশি ৭৮ জন মন্ত্রীর মধ্যে ৪৩ অর্থাৎ ৩৩ জনের বিরুদ্ধে খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি, অপহরণ ইত্যাদি গুরুতর এই রয়েছে। কোনো বিরোধীদলের নয়। মন্ত্রীদের জমা দেওয়া হলফনামা নিয়ে সমীক্ষার পর এমন তথাই সামনে এনেছে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক ক্রাফটস বা এডিআর নামক একটি সংস্থা। এই যদি দেশের মন্ত্রিসভার হাল হয়। সেই বিজেপি শাসিত রাজ্য উত্তর প্রদেশের হাল এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সারা দেশে প্রশ্ন উঠছে ভারতীয় সংবিধান কি জয় শ্রীরাম ভক্তদের আসামীদের

পেশে কেন সরকারের অনীহা ভাষ্যকার যুক্তিতে বিলকিস মামলায় ১১ অপরাধীকে

বিলকিসের ধর্ষকদের মুক্তির ফাইল

মুক্তি দেওয়া হলো, সেই সংক্রান্ত সরকারি ফাইল পেশে রাজি না কেন্দ্ৰ গুজরাট હ সরকারকে প্রবল ভৎর্সনা করলেন সপ্রিম কোর্ট।

২০০২ সালে গুজরাট দাঙ্গায় ২১ বছরের অন্তঃসত্ত্বা বিলকিস বানুকে দলবদ্ধ ধর্ষণ ও তাঁর পরিবারের ৭ সদস্যকে খুনের অভিযোগে ১১ জনের যাবজ্জীবন হয়েছিল। সরকার গত বছরের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার ৭৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে তাঁদের মুক্তি দেয়। মুক্তির পর অপরাধীদের বরণ করে সমাজে ফেরত নেওয়া হয়েছিল। সরকারের ওই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক মামলা করা হয়। গত বছরের নভেম্বরে ওই নির্দেশের বিরুদ্ধে মামলা করেন বিলকিস বানু নিজেও।

কোন যুক্তিতে গুজরাট ও কেন্দ্রীয় সরকার ১১ জনকে মুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সেই ফাইলগুলো সর্বোচ্চ আদালতে পেশ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি জোসেফ ও বিচারপতি নাগরত্ন। গত ২৭ মার্চের সেই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্র ও গুজরাট সরকারের পক্ষে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল বি ভি রাজু সুপ্রিম কোর্টকে বলেন, ফাইল পেশের নির্দেশ পর্যালোচনার জন্য দুই সরকার আবেদন জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী সোমবার (২৪ এপ্রিল) পর্যন্ত সেই সময় মঞ্জুর করা হোক।

সলিসিটরের বিচারপতিরা বলেন, সে সময় মঞ্জুর করা যেতেই পারে, তবে ফাইল পেশ না করার কী যুক্তি থাকতে পারে? আইন মেনে সরকার কাজ করে থাকলে ফাইল জমা দিতে আপত্তি কোথায়? বিচারপতিরা বলেন, সরকার যদি তা না করে, তাহলে আদালত যা বোঝার বুঝে নেবে। সোমবার রিভিউ পিটিশন জমা দেওয়ার দিন। পরবর্তী শুনানি আগামী ২

কোন যাক্ততে অপরাধাদের মুক্তি দেওয়া হলো, তা জানতে চাওয়ার পাশাপাশি বিচারপতিরা মঙ্গলবার শুনানির সময় বলেন, কার শাস্তি কতটা মওকুফ করা হবে, তা নির্ভর করে অপরাধের চরিত্রের ওপর। এখানে তালিকায় চোখ রাখুন। একজন এক হাজার দিনের প্যারোল পেয়েছেন! আরেকজন ১ হাজার ২০০ দিনের! আরও একজন দেড় হাজার দিন প্যারোলে মুক্ত ছিলেন! গুজরাট সরকার কোন নীতিতে এমন করেছে? এটা তো কোনো সাধারণ খুনের মামলা নয়? দলবদ্ধ ধর্ষণের পর হত্যাকাণ্ড? আপেলের সঙ্গে কমলা লেবুর যেমন তুলনা টানা যায় না, তেমনই সাধারণ খুনের ঘটনার সঙ্গে এই খুন ও ধর্ষণের ঘটনার তুলনা হয় না। বিচারপতি জোসেফ ও বিচারপতি নাগরত্ন বলেন, সরকার তার বিবেচনা বোধ কাজে লাগিয়েছে কি না, সেটাই মূল প্রশ্ন। কোন যুক্তিতে, কিসের ভিত্তিতে তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটাই বিবেচ্য। অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেলের উদ্দেশে বিচারপতিরা বলেন, বিলকিসের সঙ্গে এটা হয়েছে। কাল অন্য যে কারও সঙ্গে হতে পারে। আপনার আমার সঙ্গেও হতে পারে। আপনারা মুক্তিদানের কারণগুলো দেখান, তাহলে আমরা আমাদের মতো উপসংহারে পৌঁছাব

কোন যুক্তিতে গুজরাট ও কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টে ফাইল দেখাতে চায় না, তা বিস্ময়ের। হতে পারে সংশ্লিষ্ট ফাইলে এমন কিছু আপত্তি তোলা



বিলকিস বানু

হয়েছিল, যা যুক্তিসংগত। কিংবা এমন কিছু তথ্য প্রকাশ হতে পারে, যাতে বোঝা যাবে ওই অপরাধীদের মুক্তি দিতে কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসক দলের বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। সেই কারণে সুপ্রিম পুনর্বিবেচনার রায় জানাতে চাইছে দুই সরকার। কারণ যা–ই হোক, বিচারপতিরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, সরকার ফাইল জমা না দিলে আদালত তাঁর মতো করে সিদ্ধান্ত নেবেন।

গুজরাট সরকার বিলকিস বানু ধর্ষণ ও পরিবারের ৭ সদস্যকে হত্যায় জডিত ব্যক্তিদের মক্তির সিদ্ধান্ত নেয় ১৯৯২ সালের নীতি অন্যায়ী। সেই নীতিতে বলা হয়েছিল, যেসব অপরাধী ১৪ বছর বা তার বেশি সাজা ভোগ করেছেন, তাঁদের ওই নীতিতে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে। ২০১২ সালের নভেম্বরে সপ্রিম কোর্ট ওই নিয়ম অকার্যকর করে দেন। এরপর ২০১৪ সালে গুজরাট সরকার নতুন এক নীতি চালু করে। সেই নীতি চালু করার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের রায় বিবেচনায় রাখা হয়েছিল। নতুন সেই নীতি পরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েরও অনুমোদন পায়।

নতুন নিয়মে বলা হয়.

সিবিআইয়ের তদন্তে অপরাধী

সাব্যস্ত হওয়া কিংবা খুন, ধর্ষণ বা

দলবদ্ধ ধর্ষণের অপরাধীরা মুক্তি পাওয়ার যোগ্য বলে গণ্য হবেন না। বিলকিস মামলার ১১ অপরাধীকে গুজরাট ১৯৯২ সালের নিয়ম মেনেই মুক্তি দেয়। যদিও সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় ২০১৪ সালের নিয়ম বলব ছিল। সেই সিদ্ধান্তের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র পেয়েছিল। মন্ত্রণালয় রাজা সরকারের আবেদনের নিষ্পত্তি করেছিল দুই সপ্তাহের মধ্যে। এত দ্রুত সরকারি ছাডপত্র পাওয়ার ঘটনাও নজিরবিহীন। স্পষ্টতই বিজেপি ও রাজ্যের নেতৃত্বাধীন সরকার যেকোনো কারণেই হোক চাইছিল, অপরাধীরা মুক্তি পান। আরও পরিষ্কার, সরকারি ফাইলে এমন কিছু তথ্য হয়তো রয়েছে, যা এত দিন জনসমক্ষে আসেনি এবং যা শাসক দল গোপন রাখতে আগ্রহী। সুপ্রিম কোর্টে আবেদনকারী মধ্যে সিপিআইএম নেত্রী সাবেক সংসদ সদস্য সুভাসিনী আলি, তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদ সদস্য মহুয়া মিত্র, সাংবাদিক রূপরেখা ভার্মাসহ অনেকে। তাঁদের একজনের কপিল সিববাল আইনজীবী এজলাসে বলেন, ফাইল দেখলেই সব সত্যি প্রকাশিত হবে। কোনো সরকারেরই আর কিছু বলার থাকবে না। আইনজীবী সিদ্ধার্থ লুথরা বলেন, অপরাধ যে জঘন্য, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই কারণেই অপরাধীদের ১৪ বছর সাজা হয়েছে। তার অর্থ এই নয়, অপরাধীরা ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য। আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি এজলাসে বলেন, সিবিআইয়ের বিশেষ বিচারপতি ও তদন্তকারী পুলিস সুপারের লিখিত আপত্তি সত্ত্বেও সরকার নিয়েছিল। লক্ষণীয়, ওই মুক্তির

বিরোধিতা করেছিল

সরকার,

মহারাষ্ট্র

কর্তারাও।

সিবিআই.

তদন্তকারী

কুড়মি আন্দোলনের শিকড়ের খোঁজে

কুমার রাণা

একটা ব্যবস্থা যেখানে মানুষ অপরাধ–এর উপন্ন দ্রব্য কীভাবে বণ্টিত হবে তার ব্যবস্থা হল জাতি দণ্ডভোগ করছে, যে অপরাধ না করাটা তার হাতে কাঠামোর মধ্য দিয়ে কারণ তার জাতে জন্মালে হবে একটা শিক্ষক, আমলা, ইত্যাদি, আর একটা জৈবিক সংঘটন, যা জাতে জন্মালে হবে কোনওভাবেই নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব না। অথচ, প্রভতি। দইয়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য, একপক্ষকে দেহশ্রম করতে হয় না, কিন্তু থাকতে হল। সামাজিক উৎপন্নের একটা কারণ অবশ্য বলা হল। ভোগ করে, সেটা হল, তুমি পূর্বজন্মে যে দ্বিতীয় পক্ষের জন্য পাপ করেছিলে, তার কারণেই নির্দিষ্ট থাকে দিবারাত্র হাড়ভাঙা পরিশ্রম, মানুষের বর্জ্য বহন পূর্বজন্মের ব্যাখ্যাটা আবার নিয়ে যাবতীয় দ্বিতীয় দিকটার সঙ্গে যুক্ত ঃ এ জন্মে উঁচু জাতির সেবা কর, পরের জন্মে মুক্তি লাভ করবে। নিশ্চয়তাটুকুও জোটে না। যা উৎপাদন শুধু তাই নয়, নিচু জাতে জন্ম সেই শ্রমের ফসলে কোনও লোক কোনও হক থাকবে পরিবেশ–পরিস্থিতির সুযোগ না. তার পুরোটাই দখল করবে নিয়ে উন্নতির পথে এগোতে সেই অংশ, যে শ্ৰম চাইলেও অনেক সময়ই তার নিচু জাতি তার পথ আটকে করে না শুধু নয়, করাটাই তার জন্য দাঁড়ায়। একটা কাহিনি বলি। যেমন, আমাদের গ্রামের তেলি জাতির অন্যান্য উঁচু এক মানুষ কলকাতা শহরে লাঙ্গল ধরবে এসে ভাতের হোটেলে ফাই-ফরমাস খাটতে খাটতে রান্নার

প্রতিবেদনটি প্রথম 'মার্কসবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে ঐ পত্রিকার সৌজন্যে এখানে পুনরায প্রকাশিত হচ্ছে

——সম্পাদকমগুলী**,** কালান্তর

সরকারকে ফিয়ার ফ্রি

<u>২</u>

রান্নার ঠাকরকে ব্রাহ্মণ বংশের হতে হবে, অন্য কেউ রান্না করলে সে– হোটেল চলবে না। তা আমাদের গ্রামের সেই ব্যক্তি নিজের পদবি বদলে চক্রবর্তী পদবি এবং গলায় পৈতা পরে রান্নার কাজ আরম্ভ নিজের করলেন, এবং মালিকানায় একটা হোটেলও ফেলেছিলেন। বাদ সাধল, জাতি। জাতি–পরিচয় জানাজানি হয়ে যাবার তাঁর হেনস্থার একশেষ। তিনি গ্রামে ফিরে গিয়ে চাষবাস করে সংসার নির্বাহ করতে বাধ্য জাতি–পরিচয় লুকোনোর জন্য হাজারে হাজারে লোকে নিজেদের বদলাচেছ, এমন উদাহরণ বিরল নয়।

একটা সমাজে যেখানে জাতিগত নিপীড়নের

কাজ শিখে ফেলেন। কিন্তু কারণে মানুষের স্বাভাবিক গতি ও উন্নতি রুদ্ধ হয়, সেখানে তার সামনে দুটো পথ থাকে। একটা হল, সমবেত হয়ে এই নিপীড়নের বিরুদ্ধে করা, এবং যে ব্যবস্থা এই নিপীড়নের জন্ম দেয় তাকে জন্য সমমর্যাদাপূর্ণ সকলের ব্যবস্থা তোলা। আর গড়ে দ্বিতীয়টা হল, নিজেদের জন্য এই নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার অধিকারী অংশের– ক্লাবের – সদস্য জোগাড করে ফেলা। দুটো প্রক্রিয়াই কঠিন। কিন্ত স্পষ্ট জেনে দরকার, দুটো প্রক্রিয়া শুধু *ম্বতঃবিচ্ছিন্নই* ঘোর একটা পরস্পরবিরোধী। নিয়ে সন্মুখপানে মানুষকে চলে, অন্যটা পশ্চাতে।

প্রথম প্রক্রিয়াটা বোধ হয় অধিকতর

প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে লড়বার জন্য এমন এক নতুন চেতনা ও মতাদর্শের প্রয়োজন হয়. যে চেতনা ও মতাদর্শের উন্মেষ ও পুনরুদ্ভাবনে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা নানাভাবে বাধা যেমন, জাতিগত নিপীড়ন যে আসলে এক বিশেষ ধরনের উৎপাদন ও বণ্টন প্রক্রিয়া, এবং জাতিগত নিপীড়ন দূর করতে হলে এই উৎপাদন ও বণ্টন প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ বদলে ফেলতে হবে। এই চেতনার বিকাশ ঘটাতে গেলে আবার প্রারম্ভিক চালকের দরকার হয় শিক্ষা, আধুনিক প্রাকৃতিক ও সামাজিক গতি প্রকৃতি তথ্যাবলী, সম্পর্কে এবং সর্বোপরি জাতিচৈতন্যের থেকে মুক্ত এক অপরপক্ষে, নেতৃত্ব। দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটার জন্য এত প্রয়োজন হয় না, নিপীড়ন জাতিগত হাজার বছর ধরে ভারতীয় সমাজের মজ্জাগত, এবং এই বিভাজনটি মানুষ

জন্মজাত ভাবে দেখে, শেখে

হচ্ছে টিভি ক্যামেরার সামনে।

ভাগ থেকে কুড়মি মাহাতদের ক্ষত্রিয় মর্যাদাভুক্তির দাবিতে আন্দোলন, প্রকৃতপক্ষে, এই দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার প্রকাশ। শুধু কুড়মি মাহাতরাই নন, সেই সময় নিচু জাতের অনেক নিজেদের গোষ্ঠীই ক্ষত্রিয় পরিচিতি তুলে ধরতে থাকেন। মাল (মল্লক্ষত্রিয়), (বর্গ ক্ষত্রিয়), পোদ (পৌডু ক্ষত্রিয়), আগুরি (উগ্র ক্ষত্রিয়) প্রভৃতি। আবার কোনও জাতি নিজেদের উৎস থেকে বিযুক্ত হয়ে জাতি–কাঠামোর অপরের দিকে স্থান করে নেন। তিলি সদগোপ, মাহিষ্য প্রভৃতিএর উদাহরণ। যাই অন্যান্যদের মতোই কুড়মিদের মধ্যকার কিছুটা সক্ষম হয়ে একটা অংশ যখন শিক্ষায়. দেখলেন যে, রাজনীতিতে, চাকরি, পেশাগত জীবিকাতে হিন্দু উঁচু জাতের লোকের একাধিকার, তাঁদের মনে হল, সামাজিক– আর্থিক-রাজনৈতিক ক্ষমতার অলিন্দে নিজেদের জায়গা করে নেওয়ার একমাত্র উপায়

নিজেদের

কাঠামোর

জায়গা করে নেওয়া।

জন্য

ওপরের

ও আত্মস্ত করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ

অধিকার দিয়েছে?

২০ এপ্রিল, ২০২৩ / কলকাতা

নম্বরে



বর্তমানে চিনের পর বিশ্বে সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা ভারতে।

ফটো ঃ রয়টার্স

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল ঃ ১৮ শতাংশের ভারতে। কিন্তু জনসংখ্যার নিরিখে বিশ্বের এক নম্বরে উঠে এল ভারত। পিছিয়ে গেল চিন। রাষ্ট্রপুঞ্জের রিপোর্ট মতোই। ইউনাইটেড নেশনস পপুলেশন ফান্ড জানাচ্ছে, বিশ্বের সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা এখন ভারতেই। চিনের থেকে ভারতের জনসংখ্যা অন্তত ২৯ লাখ বেশি। এক সময় জনসংখ্যার নিরিখে চিনই শীর্ষে ছিল। এবার চিনকেও টপকে গেল ভারত। রাষ্ট্রপুঞ্জের রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে এখন জনসংখ্যা ১৪২.৮ কোটি, চিনে ১৪২.৫ কোটি। ২০২১ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের জনসংখ্যা ১৪০ কোটি, আর চিনের জনসংখ্যা ১৪১.২৪ কোটি। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৯

এখন এই সমীকরণ বদলে গেছে। বিশেষজ্ঞরা আরও পূর্বাভাস দিয়েছেন, অন্তত ১৫০ কোটি জনসংখ্যা দাঁড়াবে ভারতের। চিন থাকবে দ্বিতীয় স্থানে, ১১০ কোটির কিছু কম। গোটা বিশ্বের জনসংখ্যা পেরোতে চলেছে ৮০০ কোটির গণ্ডি। ২০৩০ সালে তা ৮৫০ কোটি, ২০৫০–এ ৯৭০ কোটি এবং ২১০০ সালে বিশ্বের সম্ভাব্য জনসংখ্যা হতে চলেছে ১০৪০ কোটিরও বেশি! সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি অবদান থাকবে ভারতেরই। ২০৫০ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের যে পূর্বাভাস করা হয়েছে, তার অধিকাংশই দেখা যাবে আটটি দেশে। যার মধ্যে রয়েছে ভারত, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, শতাংশের বাস ছিল চিনে এবং মিশর, ইথিয়োপিয়া, নাইজিরিয়া,

ফিলিপিন্স, পাকিস্তান, তানজানিয়া। ২০২২ সালে বিশ্বের সবচেয়ে দুই জনবহুল অঞ্চল হল পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং মধ্য ও দক্ষিণ

এই দুই অঞ্চলের মধ্যেই পড়ছে ভারত এবং চিন। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বর্তমানে জনসংখ্যা ২৩০ কোটি (বিশ্বের ২৯ শতাংশ)। অন্যদিকে মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় ২১০ কোটি জনসংখ্যা (বিশ্বের নিরিখে ২৬

রিপোর্ট বলছে, ২০৩৭ সালের ভিতরে মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া বিশ্বের সবচেযে

পরে





এর আগেও বহু বার ম্যারাথন এবং আল্ট্রা ম্যারাথনে অংশগ্রহণ ফটো ঃ টুইটার

স্কুলের শিক্ষিকা তিনি। শাড়ি পরে মধুস্মিতার দৌড়নোর ছবি এবং ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে নিমেষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।মধুস্মিতার প্রশংসার জয়জয়কার করছেন নেটব্যবহারকারীরা। কারও মতে, তিনি ওড়িশার গর্ব। কেউ আবার বলছেন, শাড়ি পরে দৌড়ে আপনি ভারতের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে সফল হয়েছেন। তবে এই প্রথম বার নয়। এর আগেও বহু বার ম্যাঞ্চেস্টারে। সেখানকার একটি ম্যারাথন এবং আল্ট্রা ম্যারাথনে

অংশগ্রহণ করেছেন মধুস্মিতা। মধ্যম্মতাকে কুর্নিশ জানিয়েছে অনেকের মন্তব্য, শাড়ি পরে দৌড়নো খুব কঠিন ব্যাপার। এই প্রসঙ্গে মধুস্মিতা বলেন, যিনি যে পোশাকে স্বচ্ছন্দ, তিনি তাতেই দৌড়তে পারেন। এর আগে শাড়ি পরে ম্যারাথন হয়েছে পুণে এবং কলকাতায়। কিন্তু ম্যারাথনে শাড়ি পরে দৌড়ে অংশ নেওয়ার ঘটনা বিরল। ওড়িশার কন্যা যেন সকলের মধ্যে থেকেও নজির গড়ে ফেললেন।

ভারতজুড়ে গরম বাড়ছে

লোডশেডিং-হিটস্ট্রোকে মৃত্যুর আশক্ষা

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল ঃ চলতি সপ্তাহে ভারতজুড়ে তাপমাত্রা আগের তুলনায় বেড়েছে। দাবদাহের সঙ্গে বেড়েছে লোডশেডিংয়ের আশঙ্কা। সতর্ক করে বলা হয়েছে, বাড়তি তাপমাত্রার কারণে লাখ লাখ মানুষ চরম ক্লান্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারে। হিটস্ট্রোকে মৃত্যুও বাড়তে পারে। ওডিশার বাড়িপাডায় গত সোমবার তাপমাত্রা ৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছা।িয়ে যায়। বছরের এ সময়ে তাপমাত্রা যে পর্যায়ে থাকে, সে তুলনায় তা প্রায় ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল। ভারতের আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি) বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ওডিশা, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানাসহ কয়েকটি অঞ্চলে দাবদাহের সতর্কতা জারি করেছে। ভারতবাসীর অত্যন্ত উষ্ণ গ্রীষ্মকালের অভিজ্ঞতা এবারই প্রথম নয়। গত বছর ভারতে গরম তুলনামূলক বেশি পড়েছিল। ওই দাবদাহে অসংখ্য মানুষ দুর্ভোগে প।ছেল। এমনকি গরমে বৈশ্বিক সরবরাহ বিঘ্লিত হয়েছিল। এ পরিস্থিতিতে চরম আবহাওয়া নিয়ে মানুষকে ভাবতে শেখায়। এবারও অনেকটা একই পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে। গরম বোয যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের ব্যবহার বাড়িয়ে দেয়। বেড়ে যায় ফ্যানের ব্যবহার। এতে বিদ্যুতের চাহিদাও বে। যোয়। বাড়তি চাপ পড়ে ন্যাশনাল গ্রিডে। বা। লোডশেডিংয়ের আশঙ্কা। এবারের গরমেও এর ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে না।প্রচণ্ড গরমের মধ্যে যখন আর্দ্রতা বেশি থাকে, তখন বাইরে কাজ করা মানুষের বিপদ বাড়ে। তাঁদের অনেককেই প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ছা।। কাজ করতে হয়। বিশেষত নির্মাণশ্রমিক, কৃষিশ্রমিক, হকার, রিকশাওয়ালাদের। তাই প্রতিবছরই এসব পেশার অনেক মানুষ প্রচণ্ড গরমে হিটস্ট্রোকে মারা যান। এবারের গরমেও এ চিত্র দেখা যেতে পারে।ইতিমধ্যে এমন ঘটনাও ঘটেছে। মহারাষ্ট্রে ভূষণ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ১১ জন হিটস্ট্রোকে মারা গেছেন। গত রোববার নভি মুম্বাইয়ের একটি উন্মুক্ত স্থানে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বেলা সাড়ে ১১টায় শুরু হয়ে ১টা পর্যন্ত চলেছে তা। অনুষ্ঠান চলার সময় নভি মুম্বাইয়ের তাপমাত্রা ছিল সর্বোচ্চ ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অনুষ্ঠানস্থল লোকজনে ভর্তি ছিল। তবে তাঁদের মাথার ওপর কোনো ছায়ার ব্যবস্থা ছিল না। বাড়তি গরমের সময় মানুষকে শীতল থাকার উপায় মেনে চলা ও স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। আবহাওয়া দপ্তরের পরামর্শ, তাপের সরাসরি সংস্পর্শ এ।য়েে চলতে হবে। হালকা, ঢিলেঢালা ও সুতির কাপ। পরতে হবে। বাইরে গেলে মাথা ঢেকে রাখতে হবে। প্রচণ্ড গরমের কারণে ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার চলতি সপ্তাহে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে। অন্য কয়েকটি রাজ্যে স্কুলের সময়সীমা সংক্ষিপ্ত করে আনা হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকারের निर्परभ পর মন্দিরের কাজ বরখান্ত দুই মুসলিম



মধ্যপ্রদেশের মাইহারের মা সারদা মন্দির।

ভোপাল, ১৯ এপ্রিল ঃ ৩৫ বছর ধরে মন্দিরের সমস্ত কাজ করেছেন। কিন্তু এবার সরকারের কোপ পড়তে চলেছে মন্দিরের দুই মুসলিম কর্মীর উপরে। সরকারের নয়া নির্দেশিকায় সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, মুসলিম ব্যক্তিরা আর কোনও মন্দিরের কাজে অংশ নিতে পারবেন না। মধ্যপ্রদেশ সরকারের এহেন সিদ্ধান্তে চর্চায় মাইহারের মা সারদা মন্দির। জানুয়ারি মাসে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের সদস্যরা মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন। সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাস দপ্তরের মন্ত্রী উষা সিং ঠাকুরের সঙ্গে বৈঠক সারেন তাঁরা। তারপরেই দপ্তরের তরফে নতুন নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশ সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, মন্দিরের কোনও কাজেই মুসলিমদের নিয়োগ করা যাবে না। মণ্ডিদরের প্রশাসনিক কমিটিতেও ঠাঁই হবে না মুসলিমদের। দপ্তরের সচিব পুষ্পা কলেশের সই করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মা সারদা মন্দির থেকে ছেঁটে ফেলতে হবে দুই মুসলিম কর্মচারীকে। স্থানীয় জেলা কালেক্টর অনুরাগ ভার্মা জানিয়েছেন, নির্দেশিকা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যদিও সরকারের আইনে সাফ বলা আছে, ধর্মের ভিত্তিতে কোনও কর্মীকে তাঁর কাজ থেকে বরখাস্ত করা যাবে না। এই নির্দেশিকার বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি মধ্যপ্রদেশের সংস্কৃতি মন্ত্রী উষা। জানা গিয়েছে, মদ ও মাংস বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে চেয়ে আলাদা নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে মাইহারে।প্রসঙ্গত, মাইহারের এই মা সারদা মন্দিরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কিংবদন্তি সরোদবাদক বাবা আলাউদ্দিন খানের নাম।

শক্তি পীঠের অন্তর্গত এই মঃিদরে এসে নিয়মিত সরোদ বাজাতেন তিনি। হিন্দু মন্দির হলেও সমস্ত ধর্মের সংমিশ্রণের সাক্ষী থেকেছে মা সারদা মন্দির। এবার সরকারি নির্দেশের জেরে কোপ পড়ল সর্বধর্ম সমন্বয়ের সেই ঐতিহ্যে।

রেম্বর উদ্বোধনে গরু

সাধারণত কোনও নতুন দোকান বা রেস্তরাঁ খুললে তার উদ্বোধনের জন্য প্রধান অতিথি হিসাবে খ্যাতনামী কাউকে নিয়ে আসা হয়। নিদেনপক্ষে পাড়া বা এলাকার সম্মাননীয় ব্যক্তিকে দিয়ে ফিতে কাটানো বা উদ্বোধনের পর্ব সারা হয়। তবে এ সবের ধার ধারেনি উত্তরপ্রদেশের এক রেম্ভরা। কোনও মান্যগণ্য ব্যক্তি বা কোনও তারকাকে নিয়ে এসে উদ্বোধন করানো হয়নি। প্রধান অতিথি হিসাবে নিয়ে আসা আসা হয়েছে। শঙ্খ বাজিয়ে প্রধান

লখনউ, ১৯ এপ্রিল ঃ হল একটি গরুকে। পুজো দেওয়া হল। তার পর দোকান উদ্বোধনও হল। ঘটনাচক্রে, রেস্তরাঁটি লখউয়ের প্রাক্তন ডেপুটি পুলিস সুপার শৈলেন্দ্র সিংহের। তাঁর দাবি, রেস্তরাঁয় যে সব খাবার পাওয়া যাবে সবই অর্গানিক। এই ঘটনার একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে যদিও ভিডিয়োটির করেনি অনলাইন। আনন্দবাজার ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, একটি গুরুকে সাজিয়ে রেস্তরাঁয় নিয়ে



গরু এনে রেস্তরাঁ উদ্বোধন লখনউয়ে।

ফটো ঃ সংগৃহীত।

রেস্তরাঁর মালিক। প্রধান অতিথিকে আলিঙ্গনও করতে দেখা যায় কয়েক জনকে। সংবাদ সংস্থা এএনআইকে রেস্তরাঁর মালিক শৈলেন্দ্র বলেন, আমাদের কৃষি এবং অর্থনীতি গরুদের উপরই নির্ভরশীল। তাই গোমাতাকে দিয়েই আমাদের রেস্তরাঁ উদ্বোধন করালাম। এর মধ্য দিয়েই জনসাধারণের কাছে বার্তা পৌঁছে দিতে চাই স্বাস্থ্যকর খাদ্যই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

অতিথিকে বরণ করা হয়। তার

পর তাকে নিজে হাতে খাওয়ান

আতিকের ওয়ান্টেড'

লখনউ, ১৯ এপ্রিল গ্যাংস্টার আতিক আহমেদের স্ত্রী শায়িস্তা পারভিনও রয়েছেন যোগী পুলিসের মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায়। আইনজীবী উমেশ পাল খুনে আতিক, আশরফের পাশাপাশি শায়িস্তার বিরুদ্ধেও অভিযোগ করেছিলেন উমেশের স্ত্রী। বস্তুত, উমেশ খুনের মূল অভিযুক্ত হিসেবে শায়িস্তার নামই আছে পুলিসের খাতায়। যোগী পুলিসের দাবি, মাফিয়ারাজে আতিকের যোগ্য সহধর্মিণীই ছিলেন শায়িস্তার। অপরাধের বহর তাঁরও কম কিছু নয়। আতিক, আশরাফকে যখন গ্রেফতার করা হয় তখন থেকেই নিখাঁজ শায়িস্তা। তাঁকেই এখন হন্যে হয়ে পুলিস। শ'খানেক অভিযোগ ছিল আতিক ও তাঁর ভাই আশরাফের বিরুদ্ধে। সেইসব অপরাধের অংশীদার আতিকের স্ত্রী শায়িস্তাও।

পুলিস জানাচ্ছে, উমেশ পাল খুনের পর থেকেই শায়িস্তা লাইমলাইটে চলে আসেন। গ্যাংস্টার পরিবারের আরও এক সদস্যের নাম উঠে আসে পুলিসের খাতায়। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি সুলেমসরাইয়ে বাড়ির সামনে খুন করা হয় উমেশকে। ২০০৫ সালে খুন হয়েছিলেন বিএসপি বিধায়ক রাজু পাল। সেই খুনে অন্যতম সাক্ষী ছিলেন উমেশ। উমেশের খুনের পর আতিক, ভাই আশরফ, শায়িস্তা, আতিকের দুই ছেলে, সহযোগী গুড়ু মুসলিম, গুলাম–সহ ৯ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন উমেশের স্ত্রী জয়া পাল। সেই



ণায়িস্তা পারভীন। ফটো ঃ টুইটার

অভিযোগ দায়েরের পর থেকেই

শায়িস্তা ফেরার। উত্তরপ্রদেশ পুলিস শায়িস্তার মাথার দাম ২৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০ হাজার টাকা করেছে। ছেলে ও স্বামীর খুনের পরেও সামনে আসেননি তিনি। শায়িস্তার বাপের বাড়িতেও তল্লাশি চালিয়েছে পুলিস। সেখানেও পাওয়া যায়নি তাঁকে। কে এই শায়িস্তা পরভিন? বাবা পুলিস, স্বামী মাফিয়া। তবে শায়িস্তা বিয়ের আগে আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতোই ছিলেন। পড়াশোনা ক্লাস ১২ অবধি। আতিকের সঙ্গে বিয়ে হয় ১৯৯৬ সালে। তার আগে অবধি কোনও অপরাধমূলক ঘটনায় নাম জড়ায়নি শায়িস্তার। বিয়ের পর থেকেই বদলে যায় শায়িস্তার জীবন। ২০০৯ সালের পর থেকে অপরাধমূলক নানা কাজে স্বামী আতিকের পাশাপাশি তাঁর নামও উঠে আসে।

খুন, জখম, অপহরণ, প্রতারণা সহ নানা অভিযোগ ছিল শায়িস্তার বিরুদ্ধে। পুলিস খতিয়ে দেখেছে, ২০০৯ সালের পর থেকে শায়িস্তার নামে তিন থেকে চারটি কেস পুলিসের খাতাতেই ছিল। তার মধ্যে প্রতারণা, খুন সহ নানা ধারায় অভিযোগ দায়ের

হয়েছিল। ২০২১ সালে শায়িস্তা বিএসপিতে যোগ দিয়েছিলেন। উমেশ পাল হত্যাকাণ্ডের পরেই মূল অভিযুক্ত হিসেবে শায়িস্তা পারভিনের নামই উঠে আসে। ২০০৫ সালে খুন হযেছিলেন বিএসপি বিধায়ক রাজু পাল। সেই খুনে অন্যতম সাক্ষী ছিলেন উমে**শে**র অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় দশুবিধির ৪২০, ৪৬৭, ৪৬৮ ও ৪৭১ ধারায় এবং অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের হয় শায়িস্তার বিরুদ্ধে। আতিক–পর্বের যবনিকা কিন্ত এই প্রশ্নগুলি উত্তরপ্রদেশ পুলিসের পিছু ছাড়ছে নাউমেশ খুনে শায়িস্তার স্বামী আতিককে গ্রেফতার করে পুলিস। শোনা যায়, আতিকের অনুপস্থিতিতে তার সিন্ডিকেট চালাতেন শায়িস্তাই। এমনকী গ্যাংস্টার দলের গডমাদারও বলা

স্ত্রীকেও

তাঁর এক ডাকে থরথর কাঁপতেন এলাকার লোকজন। আতিকের চেয়েও বেশি ঠান্ডা মাথার ও কৌশলী ছিলেন শায়িস্তা। আতিকেরই এক আত্মীয় জিশান পুলিসকে জানিয়েছেন, তাঁর জমি হাতিয়ে নিয়ে ২৫ জন শ্যুটারকে পাঠিয়েছিলেন আতিক। তারা মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে বলেছিল, সব জমি শায়িস্তার নামে করে

হত তাঁকে।

প্রতারণা ও তোলাবাজি করে জমানো টাকার দেখভাল করতে শায়িস্তাই। মাফিয়ারানি শায়িস্তাকেই এখন খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে পুলিস।

যেতে চাইলেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক তার

শ্বেতপত্র কর্লেন সত্যপাল

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল ঃ গত লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তরুণ ভোটারদের উদ্দেশে বলেছিলেন, প্রথম বারের ভোটারদের বলছি, ভোট আপনাদের প্রথম পুলওয়ামায় যে সব বীর শহিদ হয়েছেন, তাঁদের নামে সমর্পিত হতে পারে কি! সেই প্রচারের দৃশ্য তুলে ধরে আজ জম্মু–কাশ্মীরের প্রাক্তন রাজ্যপাল সত্যপাল মালিক ফের মন্তব্য করলেন, বোধহয় এই কারণেই আমাকে চুপ থাকতে বলা হয়েছিল! মোদি জম্মু–কাশ্মীর–সহ চারটি রাজ্যের রাজ্যপালের পদে থাকা বিজেপি নেতা সত্যপাল মালিক সম্প্রতি এক সাক্ষাকারে অভিযোগ তুলেছেন, ২০১৯– এর লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে পুলওয়ামায় সিআরপি–র কনভয়ে জঙ্গি হানায় ৪০ জন জওয়ানের মৃত্যুর পরে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁকে মুখ বন্ধ রাখতে বলেছিলেন। কারণ তিনি প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছিলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের গাফিলতি, নিরাপতায় ফাঁক থাকার ফলেই কনভয়ে



জম্মু–কাশ্মীরের রাজ্যপাল সত্যপাল মালিক।

ফাইল চিত্র। হামলা হয়েছে। কিন্তু সত্যপালের প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, এটা অন্য বিষয়। সত্যপাল যেন মুখ বন্ধ থাকেন। ওই সাক্ষাৎকারেই সত্যপাল আভাস দিয়েছিলেন, পুলওয়ামায় জওয়ানদের মৃত্যুকে রাজনৈতিক ভাবে কাজে লাগানো হয়ে থাকতে পারে। এ বার খোদ প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যকে তুলে ধরে সে দিকে আরও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন সত্যপাল। সেই প্রসঙ্গ টেনে কংগ্রেসের প্রধান মুখপাত্র জয়রাম রমেশের কটাক্ষ, সত্যপাল স্বঘোষিত সত্যের পালনকর্তার আসল সত্য দেশের সামনে তুলে ধরেছেন। সত্যপালের দাবি ছিল, সিআরপি বিমান জন্মু থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত জওয়ানদের নিয়ে

প্রাক্তন সেনাপ্রধান. অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরীও জওয়ানদের সরকারকে দায়ী করে বলেছেন, পুলওয়ামার নেতৃত্বাধীন প্রধানমন্ত্রীর সরকারের। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাকেও এর দায় নিতে হবে। প্রাক্তন সেনাপ্রধানের মন্তব্যকে হাতিয়ার করে আজ কংগ্রেস পুলওয়ামার ঘটনা নিয়ে মোদি সরকারের শ্বেতপত্রের দাবি জানিয়েছে। কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে প্রাক্তন সেনাকর্তা অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল রোহিত চৌধুরী ও বায়ুসেনার প্রাক্তন অফিসার অবসরপ্রাপ্ত উইং কমাভার অনুমা আচারিয়া দাবি তুলেছেন, কী ভাবে পুলওয়ামায় জঙ্গি হামলা হল, কোথায় গোয়েন্দা ব্যৰ্থতা ছিল, কেন জওয়ানদের নিয়ে যেতে বিমানের বন্দোবস্ত করা হয়নি, প্রধানমন্ত্রীর দফতর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার ভূমিকা কী ছিল, তা জানিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করুক মোদি সরকার।

বিজনেস পাर्क <u>ক্ষয়ক্ষতির</u>

১৯ এপ্রিল মহারাষ্ট্রের ঠাণের বিজনেস পার্কে হঠা আগুন লাগল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ভয়াবহ ওই আগুন লাগে। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পাশের একটি শপিং মলেও। স্থানীয়রা

ঃ হতাহতের খবর কোনও নেই।দমকল সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ ঠাণে এলাকার ওই বিজনেস পার্কে লাগে আগুন। পাশে একটি শপিং মলেও তা ছড়িয়ে পড়ে। দমকল ও পুলিসকে খবর দেন। স্থানীয়েরাই দমকল এবং পুলিসকে পর্যন্ত।

খবর দেন। দমকল ঘটনাস্তলে পৌছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু করে।কী ভাবে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখছে দমকল এবং পুলিশ। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও জানা যায়নি এখনও

(जलाश (जलाश

গোষ্ঠীকোন্দলে উত্তপ্ত ক্যানিং

রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মার নেতাকে

গোষ্ঠীকোন্দল। রাস্তায় ফেলে এক তৃণমূল কর্মীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ। বাঁশ, লাঠি, লোহার রড দিয়ে মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার পঞ্চায়েতের

সদ্য প্রকাশিত

তরী হতে তীর

পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চতুর্থ প্রকাশ

দাম : ৫০০.০০ টাকা

ঠিকানা কলকাতা

সুনীল মুন্সী

তৃতীয় সংস্করণ

দাম : ২০০.০০ টাকা

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের

ইতিহাস অনুসন্ধান

(চতুর্থ খণ্ড)

মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত

দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

দাম : ৪৫০.০০

মনীষা প্ৰকাশিত কিছু উল্লেখযোগ্য বই

জীবনী

দর্শন

ইতিহাস

ঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ঃ সুশোভন সরকার

ঃ সুনীল মুন্সী

ঃ তপতী দাশগুপ্ত

ঃ দ. ন. ত্রিফোনভ

ভ. দ. ত্রিফোনভ

ঃ মঞ্জুকুমার মজুমদার,

ড. বি. কে. কঙ্গো

ঃ এ. বি. বর্ধন

ঃ ডি. রাজা, এইচ মহাদেবন

ভানুদেব দত্ত (মোট ১৫ খণ্ড)

সাহিত্য

রবীন্দ্র সাহিত্য

কাব্যগ্রন্থ

বিজ্ঞান

কার্ল মার্কস সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ নিকালাই ইভানভ

দার্শনিক লেনিন

ইতিহাসের ধারা

রামের অযোধ্যা

রবীন্দ্র ভাবনা

নির্বাচিত প্রবন্ধ

দিনেশ দাস কাব্যসমগ্র

রাসয়নিক মৌল কেমন করে

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের

সেগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল

ইতিহাস অনুসনন্ধান

CAA, NRC, NPR

(পরিবর্তিত সংস্করণ)

বিজেপির স্বরূপ

মানছি না

ঠিকানা : কলকাতা

সাম্প্রদায়িক ইতিহাস ও

বাংলার ফ্যাসিস্ট বিরোধী ঐতিহ্য

আলেক্সান্দর পুশকিন নির্বাচিত রচনাবলি

মনীযা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

90.00

৯০.০০

96.00

90.00

\$00.00

200,00

\$60.00

\$60.00

₹60.00

২৫0.00

গুরুতর আহত হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী জহিরুল মগুল। ঘটনার বিষয়ে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন জহিরুল। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে বাড়িতে ফিরছিলেন তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী জহিরুল। সেই সময় স্থানীয় যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা

করতে গালিগালাজ থাকেন। প্রতিবাদ করেন জলিরুল।

অভিযোগ, প্রতিবাদ করতেই

লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তিন জন। মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারধর করা হয় তাঁকে। তাঁর নাক, মুখ ফাটিয়ে দেওয়া রক্তাক্ত মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আর্তনাদ করতে থাকে। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যান্য কর্মীরা দৌড়ে আসেন। সুযোগ বুঝে অভিযুক্তরা পালিয়ে যান। সহকর্মীরা জহিরুলকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য রাতেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। অভিযোগ পেয়েই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিস। ঘটনার এলাকার বিধায়ক পরেশরাম দাস মুখ খুলতে

সভাপতির ঘনিষ্ঠ। তাঁর প্রতিক্রিয়া পেতে ফোন করা হয়েছিল। তিনি বর্তমানে আলিপুর জজ কোর্টে রয়েছেন। গোটা বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অবগত। বিষয়টি পুলিস খতিয়ে দেখছে বলে জানান।

সামনেই পঞ্চায়েত নিৰ্বাচন. তার আগে দুর্নীতি ইস্যুতে বিদ্ধ শাসকদলের কাছে আরও একটি বড় ইস্যু গোষ্ঠীকোন্দল। স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, এলাকায় বিধায়ক হলেন যুব পক্ষ, আর অঞ্চল সভাপতি অপর পক্ষ। মধ্যে ঝামেলা ছিলই। এদিন তা প্রকট হয়। অঞ্চল যুব তৃণমূল কনভেনর জালালউদ্দিন সর্দার কর্মীদেরই কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা চলছে। ওদের নিজেদের মধ্যেই ঝামেলা হয়। দু পক্ষই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে।

শ্রমিক নেতা সাধন শীলের প্রয়াণ দিবস



প্রয়াত কমঃ সাধন শীলের চতুর্থ এআইআরইসি'র আয়োজন করা হয়। সভার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাধার মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু ২ ৪পরগনার সম্পাদকমন্ডলীর শিবশঙ্কর গাঙ্গুলী, ইএমআরইউ'র এআইটিইউসি প্রতিনিধি বিকাশ বীজপুর জুটমিলের রামমিঠালী

আইএনটিইউসি'র

এআইআরইসি'র অসিত সরকার। বক্তাদের ভাষণে প্রয়াত নেতা সাধন শীলের শ্রমিক নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের প্রসঙ্গ বারবার উঠে আসে এবং সেই সংগ্রামী জীবনের গিয়ে কিছু প্রতিক্রিয়াশীলদের ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, উত্তর স্থানীয় মানুষের সমর্থনে মেরুদ্ভ সোজা রেখে এই সভা চালিয়ে

উপস্থিত দর্শকমন্ডলীর সংখ্যা চোখে পড়ার মতো ছিল। সভায় সভাপতিত্ব করেন রেল শ্রমিক এবং ভারতের কমিউনিস্ট আঞ্চলিক ব্যানার্জি।

চওড়া কম ও উচ্চতা বেশি ব্রিজ নিয়ে যানজটে নাজেহাল মেমারিবাসী

প্রতিনিধি



যানজটে নাজেহাল মেমারীবাসী এই ব্রিজের জন্য। ফটো : সংগৃহীত

নিজম্ব সংবাদদাতা : ব্রিজের চওড়া কম উচ্চতা বেশি। পাশাপাশি দুটি গাড়ি যেতে পারে না। আর তার জেরেই তীব্র জানজটে ভোগান্তির মুখোমুখি হতে হচ্ছে মেমারিবাসীদের। এখানকার দলুইবাজার-২ পঞ্চায়েতের পশ্চিম পাল্লা গ্রামে যাতায়াতের অন্যতম মাধ্যম এই ব্রিজ। তবে এই ব্রিজ এতটাই কম চওড়া যে পাশাপাশি দুটো সাইকেলও যেতে পারে না। এদিকে ব্রিজটির উচ্চতা নিয়েও সমস্যা আছে। অস্বাভাবিক বেশি উঁচু হওয়ায় স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সকলেই সমস্যায় পড়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, ১৯৫৬ সালে এই ব্রিজটি নির্মাণ করা হয়। কিন্তু পরবর্তীকাল এই ব্রিজের কোনও সংস্কার করা হয়নি। বর্তমানে ব্রিজের বেশ কিছু অংশে ফাটল ধরেছে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে যে গ্রামের কেউ অসুস্থ হলে প্রায় ৫–৬ কিলোমিটার ঘুরে পাল্লা রোড অথবা বরসুল দিয়ে বর্ধমান শহরে নিয়ে। যেতে হয়। পশ্চিম পাল্লা গ্রামে প্রায় দেড় হাজার মানুষের বসবাস। কিন্ত এই ব্রিজের কারণে তাঁদের সকলকেই সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে।

বিদ্যুৎ বিভ্ৰাট রাজ্যের বহু এলাকায়

স্টাফ রিপোর্টার : অতিরিক্ত

গরমে এসি–র নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবহারের কারণে রাজ্যের বহু জায়গায় তৈরি হল বিদ্যুৎ বিভ্রাট। বিদ্যুৎ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের মত, ট্রান্সফর্মারে আননোন লোড থাকার ফলেই এই বিভ্রাট। আগাম না জানিয়ে এসি–সংযোগের ফলে বিদ্যুৎ বিভ্রাট বেড়েছে কলকাতা ও শহরতলির সিইএসসি এলাকায়ও। বিদ্যুৎ সংস্থার ইঞ্জিনিয়ারদের বক্তব্য, রবিবার সন্ধ্যার পর থেকে আচমকা সমস্যা বেড়ে যায়। গরম থেকে বাঁচতে অনেকেই এসি নিয়েছেন। কিন্তু সেগুলির ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য জানানো হয়নি। এর ফলে ট্রান্সফর্মারে আননোন লোড বেড়ে যায়। ম্বাভাবিকভাবেই সেগুলি ট্রিপ করে যায়। কেবলেও আগুন লেগে যায় অত্যধিক লোডের ফলে। তবে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন নিগমের মোবাইল ভ্যান অভিযোগ পেয়েই দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে।

কলকাতা পুরসভার ৯৩

নিয়ন্ত্ৰণহীন এসি ব্যবহার

নম্বর ওয়ার্ডে দাশনগর ও গোবিন্দপুরে সন্ধ্যা থেকে বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়। রাত সাডে বারোটার পরও তা মেরামত না হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষোভ গিয়ে পড়ে সিইএসসি–র উপর। কিছু মানুষ পরিস্থিতি জানাতে রাতেই গিয়ে হাজির হন স্থানীয় কাউন্সিলর মৌসুমী দাসের বাড়িতে। কাউন্সিলর জানান, বিষয়টি কেএমসি বা রাজ্য সরকারের অধীনে নয়। পুরোপুরি বেসরকারি সংস্থা সিইএসসি–র আওতায়। তবুও সন্ধ্যা থেকে তিন–চারবার দ্রুত মেরামতের দাবি জানিয়ে ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার আবির রায়কে বলেছি। ওরা জানিয়েছে, কেবল পুড়ে গিয়েছে, সেটা পাল্টানোর জন্য দেরি হচ্ছে।

বাসিন্দাদের অনুরোধে রাত আড়াইটে পর্যন্ত গোবিন্দপুর ও দাশনগরে বিদ্যুৎ মেরামতের পর ঘরে ফেরেন কাউন্সিলর। পরিস্থিতির জেরে সোমবার দুপুরে সিইএসসি কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারদের টিম পাঠিয়ে দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপের ঘোষণা করে। বেলঘরিয়া, বিরাটি ছাড়াও সিইএসসি–র এয়ারপোর্ট, বাগুইআটি, আমহার্স্ট স্ট্রিট, যাদবপুর, টালিগঞ্জ, বেহালা, জোকা, হরিদেবপুরে বেশ কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ বিভ্রাটের খবর আসে সিইএসসি-র কন্ট্রোল রুমে।

মুক্তি ইঞ্জিনিয়ারদের বক্তব্য, বস্তি এলাকায়ও প্রতিটি ঘরে দুটি বা তিনটি করেও এসি লাগানো হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে সংস্থাকে জানানোও হয়নি। রাজ্য বিদ্যুৎ সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন সল্টলেকের আইএ, আইবি বা নিউটাউনের সিই-তেও একইভাবে ট্রান্সফর্মার ট্রিপ করে গিয়েছিল। যদিও কোনও জায়গাতেই সাধারণ মানুষের খুব একটা মানেননি। অসুবিধা হয়নি। ভাঙড়ের পোলেরহাটেও বিদ্যুৎ বিভ্রাট

হয়।

জলের দাবিতে মহেশতলায় মহিলাদের বিক্ষোভ



মহেশতলায় জলের দাবিতে মহিলাদের বিক্ষোভের এক মুহুর্ত।

নিজম্ব সংবাদদাতা : দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা পুরসভার ওয়ার্ডে চলছে। ঠিক মত পানীয় জল না মেলায় গরমে পাশের বাড়ি গিয়ে জল আনতে হচ্ছে। অনেকসময় তারা জল দিতে চাইছে না। ফলে অসুবিধা হচ্ছে মানুষের। এই তীব্র গরমে পানীয় কলকাতা লাগোয়া মহেশতলায় মহিলারা পানীয় জলের দাবিতে বিক্ষোভ দেখায়। একাধিকবার প্রশাসনের দারস্থ হয়েও কোনও কাজ হয়নি। এই

তীব্র গরমে পর্যাপ্ত জল না পেয়ে

তাঁরা নাজেহাল। এরই প্রতিবাদে বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখান।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ পুরসভার পাইপলাইনের জল সঠিক সময় পাওয়া যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ এসেই জল যাচ্ছে। পর্যাপ্ত জল না পেয়ে অনেকেই এই গরমে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বলে তাদের দাবি। এই সমস্যা দ্রুত সমাধানের দাবিতে বিক্ষোভ স্থানীয়রা। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে আসায় এই গরমে পাশের বাড়ি গিয়ে জল আনতে হচ্ছে। অনেকসময় তারা জল দিতে উঠে যায়।

চাইছে না। ফলে অসুবিধা হচ্ছে। সবার পক্ষে জল কিনে খাওয়া সম্ভব নয়। ফলে এই গরমে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য কার্যত ছটফট করতে হচ্ছে মহেশতলার এই ওয়ার্ডের মানুষকে।

বিক্ষোভ প্রসঙ্গে মহেশতলা পুরসভার পক্ষ থেকে গাড়ি পৌঁছানোর পর বিক্ষোভ

বড়ঞার তৃণমূল বিধায়কের শ্যালকের স্কুলে ডবল তালা

আনসার মোল্লা, বহরমপুর : মুর্শিদাবাদের কারণ বেশ কয়েকজন এই স্কুলে যোগদান বড়এগর তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা এখন সিবিআই হেফাজতে। তিনি গ্রেপ্তার হওয়ার

ইতিমধ্যেই জীবনকৃষ্ণ সাহার স্ত্রী ও শ্যালকের চাকরি নিয়ে চর্চা তুঙ্গে। কারণ দু'জনেই প্রাথমিক স্কলে শিক্ষকতা করছেন। জীবনকফ্ষ সাহা বিধায়ক হওয়ার পরেই এনারা দুজন চাকরি পান গেটে জোড়া তালা ঝুলিয়ে দেন স্কুলেরই প্রধান

কারণ হিসেবে তিনি বলেন, জীবনকৃষ্ণ সাহার শ্যালক এই স্কুলেই চাকরি করেন, যাতে অবাঞ্জিত কেউ স্কলে প্রবেশ করে কোনও জরুরী নথিপত্র সরাতে না পারে সেই কারণেই গ্রামবাসীদের নিয়ে স্কলে তালা ঝোলানো হয়েছে। করতে নামছে সিবিআই।

করেছেন তাদের সমস্ত নথিপত্র স্কুলে আছে।

নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত তৃণমূল বিধায়ক পরেই তার শ্যালকের স্কুলে ঝুলল জোড়া তালা। জীবনকৃষ্ণ সাহার সম্পত্তি ঘিরেও উঠেছে হাজার প্রশ্ন। বিধায়কের বার্ষিক আয় ৩ থেকে ৬ লক্ষ টাকার মতো আর স্ত্রীর আয় ছিল ২ থেকে ৪ লক্ষ টাকার মতো। সেই সঙ্গে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৩ কোটি টাকার মতো। বিধায়ক ও পিয়ারপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এই স্কুলেরই মেন তার স্ত্রীর বার্ষিক আয় ও মোট ১২টি অ্যাকাউন্টে গচ্ছিত টাকার পরিমানের মধ্যে অসঙ্গতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা। বীরভূম জেলা প্রশাসনের একটি সূত্র জানাচ্ছেন, বোলপুরে একাধিক জায়গা ধৃত বিধায়ক কিনেছেন। তিনি একাধিক কারবারে জড়িত। চাকরির সুবাদে অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা ছিল তার। এসমস্ত সম্পত্তির হদিশ

চিলেকোঠায় আটকে রেখে গৃহবধূর উপর অত্যাচার

নিজম্ব সংবাদদাতা : রাজ্য জুড়ে তীব্ৰ তাপপ্ৰবাহ চলছে, মানুষ এই গরমে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। আর এই গরমের মধ্যে শিক্ষক স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তাঁর বাডির চিলাকোঠায় স্ত্রীকে ১২দিন ধরে আটকে রেখে মানসিকভাবে অত্যাচার করছেন। এই অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে স্বামী।

মঙ্গলবার সকালে বিষয়টি জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে দক্ষিণ ব্যান্ডেলের বলাগড়ে। পাকাপাকিভাবে বাপের বাড়িতে চলে যাবেন, এই মর্মে মুচলেকা দেওয়ার পরে বন্দিদশা মিলেছে অভিযোগ রূপা চট্টোপাধ্যায় নামে বছর পঁয়ত্রি**শে**র <mark>ওই মহিলার।</mark> চন্দননগর পূলিস কমিশনারেটের আধিকারিকেরা জানান, রূপার বাপের বাড়ির তরফে চুঁচুড়া থানায় লিখিত অভিযোগ হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। পেশায় গৃহশিক্ষক, সৌভিক চট্টোপাধ্যায়কে আটক করেছে পুলিস। তিনি বা তাঁর মা অবশ্য অভিযোগ পুলিস ও স্থানীয় সূত্রের খবর,

বছর পনেরো আগে সিঙ্গুরের বেডাবেডির বাসিন্দা রূপার সঙ্গে



ि जिल्लाकोशः ३२ पिन थरत याउँक गृহवधु । घउँनाञ्चल यूलिय ।

সৌভিকের বিয়ে হয়। তাঁদের বছর দশেকের ছেলে আছে। বিয়ের বছর চারেক পরে সৌভিকের বাবা মারা যান। অভিযোগ, এরপর থেকেই স্বামী এবং শাশুড়ি গৌরীর উপর মানসিক অত্যাচার শুরু করেন। নানা অছিলায় ঘরে আটকে রাখা হত রূপাকে। সম্প্রতি অত্যাচার

রূপার দাবি, সংসার ভেঙে যাওয়ার ভয়ে তিনি বাপের বাড়িতে কিছু বলতেন না। তাঁর অভিযোগ, পাকাপাকিভাবে বাপের বাড়িতে চলে যেতে হবে, এই চাপ দিয়ে তিন চিলেকোঠার ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল। ১২ দিন পরে, মঙ্গলবার সকালে তিনি স্বামী–শাশুড়ির

কথায় রাজি হন। তারপরেই ওই ঘর থেকে তাঁকে বেরোতে দেওয়া আসেন। আসে পুলিস। এ দিন দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকির পরে দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন অভিযুক্ত মা-ছেলে। পুলিস দু'পক্ষের সঙ্গে কথা বলে সৌভিককে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। রূপা বলেন, বছরের পর বছর মুখ বুজেছিলাম। আর সহ্য করতে পারছি না। রূপার বাবা তপন বলেন, মেয়েকে বাডি নিয়ে যাব। এই পরিস্থিতিতে আর থাকতে হবে না। স্থানীয় বাসিন্দারা রূপার স্বামী–শাশুড়ির কঠোর

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

OUR ENGLISH PUBLICATIONS

Karl Marx Remembered: Editor: Philip S. Foner

Rs. 55.00 Somenath Lahiri Collected Writings: Rs.15.00 Rise of Radicalsm in Bengal

Rs. 190.00 in the 19th Century: Satyendranath Pal Peasant Movement in India

19th-20th Centuries: Sunil Sen Rs. 90.00 Political Movement in Murshidabad 1920-1947: Bishan Kr. Gupta Rs. 85.00 Forests and Tribals: N. G. Basu Rs. 70.00

Essays on Indology Birth Centenary tribute to Mahapandita

Rahula Sankrityayana: Editor. Alaka Chattopadhyaya Rs. 100.00

মনীযা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

আল–আসাদের

দামাস্কাস, ১৯ এপ্রিল দামাস্কাস সফরে গিয়ে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আসাদের সঙ্গে সাক্ষা করেছেন সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান।

দুই দেশের মধ্যে কুটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করতে সৌদি দামাস্কাসে পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিমানবন্দর থেকে সোজা প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে যান এবং সেখানে বাশার আল–আসাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রিন্স ফয়সালের সফর সিরিয়া সংকটের একটি



সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান ও সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ। ফটো ঃ রয়টার্স

রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করার জন্য রিয়াধের আগ্রহের

সিরিয়ার চলমান সংকটের

অবসান হলে দেশটিতে ঐক্য, নিরাপত্তা હ স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং দেশটির আরব পরিচয় সংরক্ষিত থাকবে।

করেছেন। তিনি বলেছেন, এ

উদ্যোগে সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত

আছে চিন। কিন ফিলিস্তিনের

মালিকিকে বলেছেন, যত দ্রুত

সম্ভব শান্তি আলোচনা শুরুর প্রতি

চিনের সমর্থন রয়েছে। উভয়ের

সঙ্গে ফোনালাপেই কিন দুই রাষ্ট্র

আলোচনা এগিয়ে নেওয়ার ওপর

সমাধানের

ভিত্তিতে

রিয়াদ

আল–

শান্তি

প্রিন্স ফয়সালের এ সফর বিগত ১২ বছরের মধ্যে কোনো সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রথম সিরিয়া সফর। ২০১১ সালে সিরিয়ায় বিদেশি মদদে হিংস্রতা শুরু হওয়ার পর ২০১২ সালের মার্চে দামাস্কাসের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে রিয়াধ এবং সিরিয়া থেকে নিজের সব কূটনীতিককে প্রত্যাহার করে নেয়।

মাঝের অনেক কুটনৈতিক সম্পর্ক বন্ধ থাকার পর দুই দেশ গত মাসে নিজেদের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে রাজি হয়। বিগত মাসগুলোতে সিরিয়ার সঙ্গে তার প্রতিবেশী দেশগুলোর আরব সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্য শান্তিপ্রক্রিয়ায়

বেজিং, ১৯ এপ্রিলঃ মধ্যপ্রাচ্য শান্তি আলোচনায় মধ্যস্থতা করতে প্রস্তুত চীন। ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনালাপে এ কথা জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিন গ্যাং। মঙ্গলবার চিনের রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম সিনহুয়ার এক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের দুই শীর্ষ কূটনীতিকের সঙ্গে এমন সময় চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিনের ফোনালাপ হলো, সম্প্রতি যখন বেইজিং



চিনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিন গ্যাং। ফটো ঃ এএফপি ফাইল ছবি

নিজেকে আঞ্চলিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে সামনে এনেছে। সিনহুয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়, সোমবার ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইলি কোহেনের সঙ্গে ফোনালাপে কিন

মধ্যস্থতায় শান্তি আলোচনা শুরু করতে

প্রতিবেদনে বলা হয়। উল্লেখ. ২০১৪ সাল থেকে ইসরায়েল ও প্যালেস্তাইনের মধ্যে আলোচনা স্থবির হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি চিন কুটনৈতিক অঙ্গনে কিছুটা দাপুটে মনোভাব দেখাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী সৌদি আরব ও ইরানের মধ্যে মার্চে সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে মধ্যস্থতা করেছিল বেইজিং। কয়েক দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্র ওই অঞ্চলের প্রধান জোর দিয়েছেন বলে চিনহুয়ার ভূমিকায় ছিল।

হাতিকে সুস্থ করতে ৯ সদস্যের কমিটি গঠন



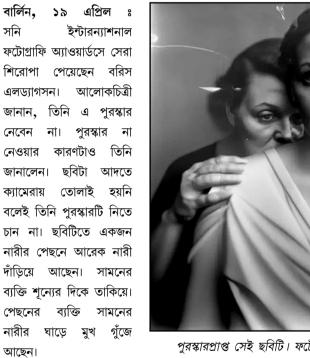
অসুস্থ হাতিটি। ফটো ঃ এএফপি

ইসলামাবাদ, ১৯ এপ্রিল ঃ পাকিস্তানের করাচি চি।য়াখানার একটি হাতি নুরজাহান। অসুস্থ থাকার কারণে সোমবার এ হাতিটির দেখাশোনার জন্য ৯ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে করাচির প্রশাসক ড. সৈয়দ সাইফুর রহমান। খবর জিও নিউজের। কমিটির সদস্যরা হাতিটি সুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত সার্বক্ষণিক দেখাশোনা করবেন ও চিকিৎসার কাজে নিয়োজিত থাকবেন এবং সার্বিক অবস্থা প্রশাসকের কাছে জানাবেন। সেই সঙ্গে হাতিটির সুস্বাস্থ্যের জন্য কোনো পরামর্শ বা সুপারিশ থাকলে তা প্রশাসকের কাছে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদের।

এক বিবৃতিতে সাইফুর রহমান বলেন, পশুদের কল্যাণে যে কোনো পক্ষের প্রচেষ্টার সাধুবাদ জানায় করাচি মেট্রোপলিটন কপোরেশন (কেএমসি)। তিনি আরও বলেন কেএমসি হাতিটির দ্রুত সুস্থতার জन্য প্রচেষ্টা চালিযে যাচ্ছে। ভিডিও কলের মাধ্যমে ফোর পাউসের (একটি বৈশ্বিক প্রাণী কল্যাণ সংস্থা) বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে এবং তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রাণীটির চিকিৎসা করা হচ্ছে।

এক সপ্তাহ আগে আমির খলিলের নেতৃত্বাধীন ফোর পাউস টিম কেএমসির আমন্ত্ৰণে নূরজাহানের অপারেশন করেছিল এবং হাতিটিকে পুনরুদ্ধারের জন্য ওষুধ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেছিল।

বিশ্বসেরার জিতল নিতে নারাজ



পুরস্কারপ্রাপ্ত সেই ছবিটি। ফটো ঃ এআই সূত্রে প্রাপ্ত

এ ছবিই আন্তর্জাতিক পুরস্কার জিতে নিয়েছে। সনি ইন্টারন্যাশনাল ফটোগ্রাফি অ্যাওয়ার্ডসে ছবিটি সেরার পুরস্কার পেয়েছে। ছবিটি জার্মান আলোকচিত্রী ও শিল্পী বরিস এলড্যাগসনের। তবে তিনি পুরস্কার নিতে চান না। নিজের ওয়েবসাইটে তিনি জানান, এ পুরস্কার তিনি

নেবেন না। কেন নেবেন না, তা–ও জানিয়েছেন। কারণ, ক্যামেরায় তোলা হয়নি। পুরোটাই এআইয়ের কারসাজি। বিশ্বসেরা পুরস্কার বরিস জেতার পর নিজের এলড্যাগসন ওয়েবসাইটে লিখেছেন, তিনি একটু রসিকতার ছলেই ছবিটি প্রতিযোগিতায় পাঠিয়েছিলেন। সেটা যে প্রথম হবে, তা ভাবেননি। এআইয়ে তোলা ছবি এই প্রথম বিশ্বসেরার শিরোপা জিতে নিল। তিনি বলেন, এআইয়ে তোলা ছবি আলাদা করে চেনার ক্ষমতা আছে কি না, তা দেখতেই তিনি ছবিটি প্রতিযোগিতায় পাঠান। সে ক্ষমতা যে নেই, তা প্রমাণিত হয়ে গেল।

তথ্য প্রকাশ করে চীনা কর্তৃপক্ষ। ধাওয়া ধরতে

ওয়াশিংটন, ১৯ এপ্রিল ঃ চোর–ডাকাত ধরতে পুলিস হরহামেশাই ধাওয়া করে। এটা ম্যাককিনি দুটি ইমু পোষে। স্বাভাবিক ঘটনা। তাই বলে একটি একটির নাম মিমো, অন্যটির পাখি ধরতে সেটির পেছন পেছন নাম মিমি। ম্যাককিনি বলেন, পুলিসের তিনটি গাড়ি নিয়ে ২০ মিমো তাঁদের বা।রি ৭ ফুট মাইল ছুটেছে, বিষয়টি বিচিত্রই উচ্চতার বেড়া লাফিয়ে পেরিয়ে বটে। এমন ঘটনাই ঘটেছে যায়।ম্যাককিনি বলেন, মিমোকে যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি অঙ্গরাজ্যে। না পেয়ে তিনি সামাজিক সম্প্রতি সেখানে একটি ইমু পাখি যোগাযোগ মাধ্যমে বিষয়টি ধরতে এমন কসরত করতে জানান দেন। এর পর থেকে হয়েছে পুলিশের সদস্যদের। ইমুটি অনেকেই তাঁকে একটি ইমু পাখির তার মালিকের বাড়ি থেকে ভিডিও পাঠাতে শুরু করেন। পালিয়ে যাওয়ার পর সড়কে সেগুলোতে দেখা যায়, মিমো সডকে দৌড়াচ্ছিল। টেনেসির হ্যারিম্যান শহরজুড়ে দৌড়ে রোয়েন কাউন্টির বাসিন্দা হেরি



বেড়াচ্ছে। আর পুলিস সেটির *ইমু মিমোর পেছনে হ্যারিম্যান পুলিসের গাড়ি।*

সাগরে ভাসছিল কোটি হাজারো টাকার কোকেন



ইতালির পূর্ব সিসিলির সমুদ্রে ভাসছে কোকেন বোঝাই হাজার হাজার পেটি। ছবি টুইটারে পোস্ট করা ভিডিও থেকে নেওয়া

১৯ এপ্রিল ঃ ইতালিতে সাগরে ভাসমান অবস্থায় প্রায় দুই টন কোকেন পাওয়া গেছে। এই কোকেনের বাজার মূল্য ৪০ কোটি ইউরো, বাংলাদেশি মুদ্রায় তা ৪ হাজার ৬৫৯ কোটি টাকার বেশি। ইতালির পূর্ব সিসিলির সমুদ্রে ভাসতে থাকা মূল্যবান ও ভয়ংকর এ মাদক গত সোমবার বাজেয়াপ্ত করে দেশটির শুঙ্ক ও কাস্টমস পুলিস। একে তারা এক অভিযানে পরিমাণ কোকেন রেকর্ড ঘটনা বলছে। বাজেয়াপ্তের ইতালির আর্থিক অপরাধ ও চোরাচালানবিরোধী সংস্থা এক বিবৃতিতে বলেছে, প্রায় ৭০টি জল প্রতিরোধী প্যাকেটে এই কোকেন সংরক্ষণ করা হয়েছিল। প্যাকেটগুলো সতর্কতার সঙ্গে আবদ্ধ (সিল) করা হয়েছিল। জেলেদের মাছ ধরার জাল দিয়ে সব কটি প্যাকেট একত্রে রাখা হয়েছিল। এর সঙ্গে আলো বিকিরণকারী একটি সংকেত ডিভাইস ছিল। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বিচিত্র প্যাকেজিং পদ্ধতি ও ট্র্যাকিংয়ের জন্য আলো বিকিরণকারী ডিভাইসের উপস্থিতির মতো আলামত দেখে মনে হয়, এই কোকেন কোনো পণ্যবাহী জাহাজ থেকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, যাতে পরে তা উদ্ধার করা যায়। ইতালির উপপ্রধানমন্ত্রী মাত্তেও সালভিনি গত সোমবার টুইট করে বলেন, এই অসাধারণ অভিযানের জন্য সংশ্লিষ্ট

ঘণ্টার 28

খার্তুম, ১৯ এপ্রিল ঃ সুদানে লড়াইরত সামরিক বাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্স (আরএসএফ) মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে ২৪ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে। দুই পক্ষের কমান্ডারদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিক্ষেন কথা বলার পর যুদ্ধবিরতির ঘোষণা আসে। এর আগে রাজধানী খার্তমে যক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক গাড়িবহরে গুলির ঘটনা ঘটে।

সুদানের ক্ষমতাসীন সামরিক পর্ষদের সদস্য সেনাবাহিনীর জেনারেল শামস আল–দিন কাব্বাশি আমিরাতভিত্তিক আ*ল*– আরাবিয়া টেলিভিশনকে বলেন, স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছয়টায় যুদ্ধবিরতি শুরু হবে। তবে ২৪ ঘণ্টার বেশি এই যুদ্ধবিরতির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলাদাভাবে সেনাপ্রধান জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আল–বুরহান আরএসএফ প্রধান জেনারেল মোহাম্মদ হামদান দাগালো ওরফে হেমেদতির সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। এই দুজনের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে শুরু হওয়া লড়াইয়ে দেশজুড়ে কমপক্ষে ১৮৫ জন নিহত হয়েছেন। সুদানে দুই বাহিনীর মধ্যে চলা এই লড়াইয়ের ফলে কয়েক দশকের স্বৈরশাসন ও সামরিক নিয়ন্ত্রণ থেকে



সুদানে সেনা ও আধা সামরিক বাহিনীর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের মুখে বাড়িঘর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে পালাচ্ছে মানুষ। ফটো ঃ এএফপি

শাসনে অসামরিক আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় পরিকল্পনা নিয়ে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। লড়াই শুরু হওয়ার পর আরএসএফের প্রধানের অবস্থান সম্পর্কে কোনো কিছু প্রকাশ করা হচ্ছে না। তিনি বলেছেন, অসামরিক লোকজন ও আহত ব্যক্তিদের সরিয়ে নেওয়ার সুযোগ করে দিতে ২৪ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতি অনুমোদন করেছে আরএসএফ। এক টুইটে জেনারেল হেমেদতি আরও বলেন, তাক্ষণিক করণীয় বিষয়গুলো নিয়ে ব্লিক্ষেনের সঙ্গে তিনি আলোচনা করেছেন। আরও আলোচনার পরিকল্পনা রয়েছে। ব্লিক্ষেন বলেন, মার্কিন দতের আরএসএফের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট

বাহিনীর সম্পুক্ততা রয়েছে বলে প্রাথমিক খবরগুলোতে জানা গেছে। তিনি এই কর্মকাণ্ডকে বেপরোয়া আখ্যায়িত করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ওই ঘটনায় মার্কিন দৃতাবাসের কর্মীরা অক্ষত রয়েছেন। মার্কিন কূটনীতিকদের প্রতি একেবারেই অগ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। সংঘাত দীর্ঘায়িত হলে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য ঝুঁকির কারণ হতে পারে জানিয়ে জেনারেল শামস কাব্বাশি বলেন, দুটি প্রতিবেশী দেশ আরএসএফকে সহায়তা করার চেষ্টা করছে। তবে দেশ দুটির নাম উল্লেখ করেননি তিনি। এদিকে মঙ্গলবার সকালেও রাজধানীতে যুদ্ধবিমান উড়ে যাওয়ার পরপরই বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে

খার্তুম, ১৯ এপ্রিল ঃ সুদানে সামরিক–আধা সামরিক বাহিনীর পালটাপালটি সংঘর্ষ চলছে। শনিবার থেকে শুরু হওয়া এই হিংসাত্মক ঘটনায় রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে দেশটি। সাধারণ শ্রমিক-দিনমুজুর, ব্যবসায়ীরাই শুধু নয়, বিপদে আছে সাধারণ শিক্ষার্থীরাও। খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ের চার পাশে আর্টিলারি এবং গুলিবর্ষণের কারণে ক্যাম্পাসে থমথমে পরিস্থিতি। ভয়ে–শঙ্কায় ভবনের ভেতরে তিন দিনেরও বেশি সময় ধরে বন্দি জীবন কাটছে বিশ্ববিদ্যালয়টি শিক্ষার্থীদের। সেনাবাহিনীর জেনারেল কমান্ডারের অফিসের নিকটবর্তী সংঘর্ষের হটম্পটে হয়েছে অঞ্চলটি। সিএনএন। খার্তম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আল–মুজাফ্ফর ফারুক (২৩) জানিয়েছেন, আমাদের দেশ রাতারাতি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এটা খুবই ভীতিজনক। দুই বাহিনীর তীব্র সংঘর্ষের কারণে ভয়ে বের হতে পারছি না। আমাদের পরিবার আমাদের জন্য ভেতর রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির ভেতর

আমরা ৮৯ জন শিক্ষার্থী আটকা

পড়ে আছি। এ ছাড়াও কয়েকজন অনুষদ সদস্য ও কর্মচারীও রয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, এখানে খাবার ও পানি ফুরিয়ে আসছে। কিন্তু চলে যাওয়ার কোনো উপায় দেখছি না। বাইরে ইতোমধ্যেই গুলির আঘাতে খালিদ আবদুল মুমেন নামের একজন ছাত্র নিহত হয়েছে। তিনি পাশের একটি বিল্ডিং থেকে লাইব্রেরিতে ছুটে আসার চেষ্টা করছিলেন। আমরা কয়েকজন তার মৃতদেহ উদ্ধার করে ভেতরে নিয়ে এসেছি। যদিও আমাদের গায়েও তখন গুলি পড়ার সম্ভাবনা ছিল। আমরা প্রচণ্ড ভয়ের ভিতর ছিলাম।

ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ একটি ফেসবুক পোস্টে আব্দুল মুনেমের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। ক্যাম্পাসের আশপাশে তাকে গুলি করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। সোমবার আরও একটি পোস্টে কর্তপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আটকা পড়া কয়েক ডজন শিক্ষার্থীকে সরিয়ে আনতে সহায়তা করার সুদানের মানবিক সংস্থাগুলোকে আহ্বান জানিয়েছে। দুই বাহিনীর মধ্যে ক্ষমতার জন্য হাসপাতালে পৌঁছাতে পারেনি।

রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়টিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেক ভবন পুড়ে গেছে। সেখানকার জরুরি অনেক ফাইল, বই ও শিক্ষা সরঞ্জাম নষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কবে আবার শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে নিয়মিত হতে পারবে তা নিয়েও আশঙ্কা দিয়েছে। বিশ্লেষকরা দেখা বলছেন, রাজধানীতে সংঘর্ষ নজিরবিহীন এবং দীর্ঘায়িত হতে পারে। সহিংসতা দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। আতঙ্কিত বাসিন্দারা রমজানের শেষ দিকে অস্থিরতায় দিন পার করছেন।

এদিকে সুদানের ডক্টরস ট্রেড ইউনিয়নের মতে, দেশটিতে অর্ধডজন অন্তত হাসপাতাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চিকিৎসকরা প্রায় ২০০ জন বেসামরিক নাগরিক এবং উভয়পক্ষের ১২ জনেরও বোশ যোদ্ধার মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছেন। তবে হতাহতের সংখ্যা আরও অনেক বেশি বলে মনে করেন তারা। কারণ আহত অনেকে

বেইজিংয়ে

বেইজিংয়ে মঙ্গলবার

ভয়াবহ

(এসি)

জানা যায়.

প্রাণ

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাকে

অভিনন্দন। তাঁর অবস্থান সব

ধরনের মাদকের বিরুদ্ধে। গত

জুনে প্রকাশিত পরিসংখ্যান

অনুযায়ী, ইতালির পুলিশ

২০২১ সালে মোট ২০ টন

কোকেন বাজেয়াপ্ত করে। এক

বছরে এত কোকেন আগে কখনো

বাজেয়াপ্ত হয়নি। ২০১৮ সালে

দেশটিতে ৩ দশমিক ৬ টন

বেজিং, ১৯ এপ্রিল ঃ চিনের

হাসপাতালে

জেলার

হাসপাতালে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার

দুপুর ১টার দিকে আগুনের

লেলিহান শিখা ছডিয়ে পডে। এসময়

প্রাণ বাঁচাতে কয়েকজনকে জানাল

দিয়ে বেরিয়ে আসতে এবং

ইউনিটগুলো আকড়ে ধরে থাকতে

দেখা যায়। বুধবার এক সংবাদ

সম্মেলনে অগ্নিকাণ্ডের বিষয়ে কিছু

২ ৯ হারিয়েছেন। মার্কিন সংবাদমাধ্যম

কোকেন বাজেয়াপ্ত

হয়েছিল।

রাজধানী

অগ্নিকাণ্ডে

ফেংতাই

সিএনএনের খববে

একটি

হাসপাতালে আগুনে ২৯ জনের



বেইজিংয়ের দমকল বিভাগের কর্মকর্তা ঝাও ইয়াং জানিয়েছেন, চাংফেং হাসপাতালের একটি ভবনে অভ্যন্তরীণ সংস্কার কাজের স্ফুলিঙ্গ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। এটি দাহ্য রঙের সংস্পর্শে আসলে

আগুন আরও ছড়িয়ে বেইজিং পাবলিক সিকিউরিটি ব্যুরোর কর্মকর্তা সান হাইতাও বলেছেন, এ ঘটনায় দায়িত্বে অবহেলার সন্দেহে হাসপাতালের পরিচালক, নির্মাণ শ্রমিকসহ মোট

১২ জনকে আটক করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত সংবাদ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নিহদের মধ্যে ২৬ জন ভর্তি রোগী ছিলেন. যাদের গড় বযস ৭১ বছর। সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি ছিলেন ৮৮ বছরের। এছাড়া একজন নার্স, একজন পরিচর্যাকর্মী এবং পরিবারের এক সদস্যও আগুনে পুড়ে মারা গেছেন। আগুনের পর ৭১ জন রোগীসহ মোট ১৪২ জনকে নিরাপদস্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। বেইজিং মিউনিসিপ্যাল হেথ কমিশনের ডেপুটি ডিরেক্টর লি অ্যাং বলেছেন, বুধবার পর্যন্ত ৩৯ জন রোগী হাসপাতালটিতে রয়েছেন, যাদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা গুরুতর।

পেছন পেছন ছুটছে। স্টিভেন ম্যাকডেনিয়েল নামের এক ব্যক্তি ইমুটির একটি ভিডিও ইউটিউবে দেন। এতে দেখা যায়, পাখিটি

আর সেটিকে পেছন থেকে হ্যারিম্যান পুলিসের তিনটি গাড়ি অনুসরণ করছে। অবশেষে পুলিস তাঁদের প্রিয় মিমোকে শহরতলি থেকে ধরতে সক্ষম হয় উল্লেখ করে ম্যাককিনি

সড়কের মাঝ দিয়ে দৌড়াচ্ছে

বলেন, খবর পেয়ে তিনি মিমোকে আনতে সেখানে ছুটে যান। তখন পুলিস সদস্যরা তাঁকে

২০ মাইল পথ ছুটেছেন। এ সময় পাখিটির গতি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত উঠেছিল। ম্যাককিনি বলেন, মিমোর

জানান, তাঁরা পাখিটির পেছনে

পালিয়ে যাওয়ার প্রথম দিন ছিল বুধবার। পুলিস একে উদ্ধার করে দিলে তিনি সেদিনই বাড়িতে নিয়ে আসেন। কিন্তু পরদিন বৃহস্পতিবার একই কাণ্ড ঘটায়

তবে সেদিন এক ঘণ্টার মাথায় তাঁর স্ত্রী পাখিটিকে ধরতে সক্ষম হন। মিমোর পালিয়ে যাওয়া ঠেকাতে বেড়ার উচ্চতা দুই ফুট বাড়িয়েছেন বলে জানিয়েছেন ম্যাককিনি দম্পতি।

আইপিএলে ফের গড়াপেটার ছায়া! মহম্মদ সিরাজকে প্রস্তাব জুয়াড়ির

মুম্বাই, ১৯ এপ্রিল ঃ আইপিএলে ফের ম্যাচ গ।পেটার ছায়া। এবার মহম্মদ সিরাজকে বিতর্কিত প্রস্তাব জুয়াড়ির। দ্রুত ঘটনাটির কথা বিসিসিআইকে জানালেন ভারতীয় পেসার। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে বিসিসিআইয়ের দুর্নীতিদমন শাখা।

ভারতীয় বোর্ডের তরফে এই ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। তবে সূত্রের খবর বোর্ডকে জানিয়েছেন. আইপিএল চলাকালীন এক অজানা ব্যক্তির ফোন পান তিনি। ওই ব্যক্তি আরসিবি পেসারের কাছে দলের জানতে চেয়েছিলেন। ওই ব্যক্তি নিজেকে

চেলসিকে হারিয়ে রেকর্ড

রিয়াল, নাপোলির স্বপ্ন

মাদ্রিদ, ১৯ এপ্রিল ঃ চ্যান্পিয়নস

লিগের সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল

রিয়াল মাদ্রিদ। কোয়ার্টার ফাইনালে

উভয় লেগেই জয়ী হয়ে শেষ চারে

পা রাখল রিয়াল। শেষ আটের

দ্বিতীয় লেগে রদ্রিগোর জোড়া

গোলে মঙ্গলবার চেলসিকে ২-০

হারিয়ে দিল তারা। দুই লেগ মিলিয়ে

৪–০ গোলে জয়ী হয়ে ১৬তম বার

চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিতে উঠল

রিয়াল মাদ্রিদ। অন্য ম্যাচে

নাপোলির সঙ্গে ড্র করে দীর্ঘ ১৬

বছর পর চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ

চারে উঠল এসি মিলান। শেষ

আটের দ্বিতীয় লেগে অবশ্য জয়

পায়নি এসি মিলান। তবে প্রথম

লেগে ১–০ গোলে এগিয়ে থাকার

কারণে মঙ্গলবার ১-১ গোলে ড্র

করেও সেমিফাইনালে পৌঁছে গোল

চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনাল

খেলার স্বপ্ন এখনও অধরা থাকল

নাপোলির। রিয়াল মাদ্রিদ বনাম

চেলসির ম্যাচের কথা বললে

নিজেদের মাঠে প্রথম লেগে ২-০

গোলে জয় পাওয়ায় পরে অনেকটাই

এগিয়ে ছিল রিয়াল মাদ্রিদ। জয় তো

দূর, ড্র কিংবা ১–০ গোলে হারলেও সেমিফাইনালে পৌঁছে যেত কার্লো আনচেলেত্তির ছেলেরা।

বিপরীতে পাহা। সম চাপ মাথায় মাঠে নেমেছিল চেলসি। অবশ্য ম্যাচের প্রথমার্ধে রিয়াল মাদ্রিদের

বিরুদ্ধে বেশ ছন্দময় ফুটবল উপহার দিয়েছিল চেলসি। নিজেদের মাঠে

বেশ আক্রমণাত্মক ফুটবল উপহার

হতাশ করেন করিম বেঞ্জেমা। রদ্রিগো ও ভিনিসিয়াস মিলে

সুযোগ তৈরী করে দেন তাঁকে, তবে

মাত্র ছয় গজ দুরে থেকেও বেঞ্জেমা

গোল করতে পারেননি। তবে আশি

মিনিটে নিজেদের দ্বিতীয় গোল

পেয়ে যায় রিয়াল মাদ্রিদ।

এর ফলে

মিলান।

১৬ বার সেমিতে

ভেঙে দিল মিলান



পরিচয় বাসচালক বলে ওই আইপিএলের ম্যাচগুলিতে নিয়মিত খেলেন। সম্প্রতি জুয়া খেলতে গিয়ে বহু টাকা ক্ষতি সেকারণেই বেঙ্গালুরুর অন্দরের খবর জানতে চেয়ে সিরাজকে ফোন করেন

বোর্ডের এক কর্তা জানিয়েছেন, বিসিসিআই দুর্নীতির সঙ্গে কোনওরকম আপস করবে না। তবে এই মুহূর্তে এ নিয়ে এর চেয়ে বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়।

আইপিএলে গড়াপেটা কাগু এই প্রথম নয়। এর আগে একাধিকবার কলঙ্কিত হয়েছে কোটি টাকার টুর্নামেন্ট। ২০১৩ সালে গড়াপেটার দায়ে গ্রেপ্তার করতে হয়েছিল শ্রীসন্থ, অজিত অঞ্চিত এমনকী পরবর্তীকালে গড়াপেটার দায়ে চেন্নাই সূপার কিংস এবং জড়িত থাকার অপরাধে দু'বছরের জন্য নির্বাসিতও করা হয়েছিল।

হেরেও দলের ছেলেদের কৃতিত্ব দিলেন হায়দরাবাদের ক্যাপ্টেন মার্করাম

সিরাজ সেই ফোন পাওয়ার

পরই সচেতনতার সঙ্গে সে খবর

বিসিসিআইয়ের অ্যান্টি কোরাপশন

ব্যুরোকে জানিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে

বোর্ডের দুর্নীতিদমন শাখা পুরো

ঘটনার তদন্তে নেমেছে। ওই

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ইতিমধ্যেই

হায়দরাবাদ, ১৯ এপ্রিল ঃ চলতি আইপিএলে মঙ্গলবার নিজের ঘরের মাঠ হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ এবং মুম্বাই ইভিয়ান্স। ম্যাচে হায়দরাবাদ দলকে ১৪ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিয়েছে রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন ব্যাটিং ব্যর্থতার কারণেই ঘরের মাঠে হারতে হয়েছে এইডেন মার্করামদের। ম্যাচ শেষে তাই হতাশ মার্করাম জানিয়ে দিলেন আমরা আমাদের সেরা খেলাটা খেলতে পারিনি। তবে ম্যাচকে এতদূর টেনে নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্ব দিতেই হবে ছেলেদের।

ম্যাচ শেষে মার্করাম জানিয়েছেন, স্বমিলিয়ে বলতে গেলে আজকে সব বিভাগেই আমরা আমাদের সেরা খেলাটা খেলতে পারিনি। আমি ছেলেদের কৃতিত্ব দেব ম্যাচটাকে এত গভীরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ইনিংসের(মুম্বাই) শেষ দিকে আমাদের আরও কম রান দেওয়া উচিত ছিল। পিচ আজ যথেষ্ট ভালো ছিল। গোটা ম্যাচ ধরেই পিচের চরিত্রে কোন বদল হয়নি। একটু স্লো ছিল। তবে সেই নিয়ে কোনও অভিযোগ নেই। বলে আমরা পেস কমিয়ে বল করলে থমকে থমকে এসেছে। টস হওয়ার আগেই আমরা এ দিন বোলিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। শিশির পড়লে আমরা ম্যাচে ভালোভাবেই লডাইয়ে থাকতাম এটা জানতাম। গত মরশুমে খারাপ করার পরে এই মরশুমে ভালো করতে মুখিয়ে কয়েকটা জায়গায় আমাদের উন্নতি করতে হবে। আমরা সেটা করব। যাতে করে পরের ম্যাচটা আমরা দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছেন সচিন তেন্ডলকরের পুত্র এবং রোহিত শর্মা ২৮ রান করেন।



অর্জুন তেন্ডুলকর। দিয়েছেন মাত্র পাঁচ রান। পাশাপাশি তুলে নেন তাঁর আইপিএল কেরিয়ারের প্রথম উইকেট। প্যাভিলিয়নে ফেরান ভূবনেশুর কুমারকে। ২.৫ ওভার বল করে এ দিন মাত্র ১৮ রান দিয়ে একটি উইকেট তুলে নিয়েছেন অর্জুন। এ দিন প্রথমে ব্যাট করে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স মাত্র পাঁচ উইকেট হারিয়ে করে ১৯২ রান। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৬৪ রান করেন ক্যামেরুন গ্রিন

শেষ দিকে ১৭ বলে ৩৭ রানের ঝোড়ো ইনিংস জিততে পারি। এ দিন ম্যাচের শেষ ওভারে বল হাতে থেলেন তিলক বর্মা। পাশাপাশি ইশান কিশান ৩৮

আইপিএল চলাকালীন সম্প্রচারকারী সংস্থার সঙ্গে বিবাদ! প্রায় ৮০ কোটি ছাড় বোর্ডের

মুস্বাই, ১৯ এপ্রিল ঃ আইপিএল এখন মধ্যগগনে। এরই মধ্যে সম্প্রচারকারী স্টার সংস্থা স্পোর্টসের সঙ্গে বিবাদে জডিয়ে বিসিসিআই! সম্প্রচারকারী সংস্থাকে দিতে হল মোটা টাকাও।

আসলে বিসিসিআই ২০১৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত স্টারের সঙ্গে ৫ বছরে ৬১৩৮ কোটি ১০ লক্ষ টাকার চুক্তি করেছিল। সেই মেয়াদ ৩১ মাৰ্চ শেষ হয়েছে। কথা ছিল এই ৫ বছরে মোট ১০২টি ম্যাচ সম্প্রচার করবে স্টার। কিন্তু তার বদলে ১০৩টি ম্যাচ সম্প্রচারিত হয়েছে। কারণ এই সময়ে ভারতে ১০৩টি ম্যাচই হয়েছে। স্টার এখন বলছে, ওই অতিরিক্ত ১টি ম্যাচ সম্প্রচার করার খরচ বাবদ তাদের ১৩৯ কোটি টাকা ছাড় পাওয়া উচিত।

শুরুতে ভারতীয় বোর্ড সেই টাকা দিতে অস্বীকার করেছিল। কিন্তু সামনের মরশুমের জন্য নতুন করে মিডিয়া স্বত্ত্বের টেন্ডার ডাকার আগে ব্যাপারটা নিয়ে একটি রফাসত্রে আসতে চাইছিল বিসিসিআই। সেকারণেই বোর্ডের তরফে ৭৯ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ছাড় হিসাবে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু এই টাকাটাকে ছাড় বলায় আপত্তি রয়েছে স্টার স্পোর্টসের। তারা বলছে ১০২টি ম্যাচের জায়গায় ১০৩টি ম্যাচ সম্প্রচার করতে হয়েছে, সুতরাং এই টাকাটা তাঁদের প্রাপ্য। একে ছাড় বলা ঠিক নয়। এখানে ছাড়ের কোনও প্র**শ্ন**ই উঠছে না। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি সম্প্রচারকারী সংস্থার সঙ্গে বিসিসিআইয়ের কোনও ভুল বোঝাবুঝি হল?

আইপিএলের মধ্যে এই কাণ্ডটি ঘটে যাওয়ায় প্রশ্ন আরও জোরাল হচ্ছে। আসলে আইপিএলের জনপ্রিয়তা প্রত্যাশিতভাবেই তুঙ্গে। কিন্তু তাতে লাভের লাভ কিছু হচ্ছে টেলিভিশনে সম্প্রচারকারী সংস্থা স্টারের। কারণ আইপিএলের যে বিরাট দর্শক, তার একটা ব। অংশই ঝুঁকেছে মোবাইলে। লাভের গুড় মূলত পাচ্ছে জিও সিনেমা। এমনিতেই লোকসানের আশঙ্কায় স্টার। তবে আইপিএলের সঙ্গে এই ছাড়ের কোনও সম্পর্ক নেই।

আইপিএলে প্রথম উইকেট অর্জুনের, ছেলের সাফল্যে বিশেষ বার্তা শচীনের

মুম্বাই, ১৯ এপ্রিল ঃ দীর্ঘদিন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের স্কোয়্যাড়ে থাকার পর অবশেষে আইপিএলে খেলার সুযোগ পেয়েছেন। জীবনের দ্বিতীয় আইপিএল ম্যাচেই উইকেট তুলে নিয়েছেন অর্জুন তেণ্ডুলকর। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে বেশ কঠিন পরিস্থিতিতে বল করতে এসে দলকে ম্যাচ জেতান। টুর্নামেন্টের মঞ্চে পুত্রের এহেন পারফরম্যান্সে উচ্ছ্বসিত শচীন তেণ্ডুলকর। ছেলেকে নিয়ে বিশেষ টুইট করেছেন মাস্টার ব্লাস্টার।

মঙ্গলবার হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল মুম্বই। শেষ ওভারে জয়ের জন্য ২০ রান দরকার অরেঞ্জ আর্মির। সেই সময়ে অনভিজ্ঞ অর্জুনের হাতেই বল তুলে দেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। তাঁর প্রতি অধিনায়কের ভরসার মর্যাদা রাখেন অর্জুন। শেষ ওভারে মাত্র পাঁচ রান দিয়ে তুলে নেন ভূবনেশ্বর কুমারের উইকেট। ১৪ রানে জয় পেয়েছে মুম্বাই ইভিয়ান্স। প্রথমবার আইপিএলে উইকেট পেয়েছেন অর্জুন তেণ্ডুলকর। ছেলের সাফল্যে উচ্ছুসিত শচীন টুইট করে বলেন, দুরন্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্স করেছে মুম্বাই। ব্যাটে–বলে অসাধারণ ক্যামেরন গ্রিন।



সময়ের সঙ্গে আরও ভাল ব্যাটিং করছে ঈশান ও তিলক। প্রতিদিন আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে আইপিএল। এগিয়ে চলো ছেলেরা। এই টুইটের শেষেই ছেলের জন্য ছোট্ট বার্তা মাস্টার ব্লাস্টারের। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২০১টি উইকেট পেলেও আইপিএলের বল হাতে সাফল্য পাননি শচীন। তাই ছেলের সাফল্য দেখে তাঁর মত, অবশেষে কোনও তেভুলকর আইপিএলে উইকেট পেল। টানা তিন ম্যাচ জিতে টুর্নামেন্টে বেশ ভাল জায়গায় রয়েছে শচীন– অর্জুনের দল মুম্বাই।

জয়ের পরে অর্জুন তেণ্ডুলকরের প্রশংসা রোহিতের মুখে



মুম্বাই, ১৯ এপ্রিলঃ কথায় বলে বাপ কা বেটা আর সিপাহী কা ঘোড়া। হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শেষ ওভারে মারাত্মক চাপের মধ্যে দাঁড়িয়েও সচিন তেন্ডুলকরের পুত্র অর্জুন তেন্ডুলকর যে ওভারটা করলেন দলের হয়ে, তা ফের যেন একবার এই কথাগুলোকেই মনে করিয়ে দিল। গত ম্যাচেই কেকেআরের বিরুদ্ধে আইপিএলে অভিষেক হয়েছিল অর্জুনের। আর তাঁর দ্বিতীয় ম্যাচেই বল হাতে অনবদ্য পারফরম্যান্স করলেন জুনিয়র তেন্ডুলকর। ২.৫ ওভার বল করে দিলেন মাত্র ১৮ রান। তুলে নিলেন তাঁর আইপিএল কেরিয়ারের প্রথম উইকেটও। ভুবনেশ্বর কুমারকে শেষ ওভারে আউট করে এবং মাত্র পাঁচ রান দিয়ে দলের ১৪ রানে জয় নিশ্চিত করলেন তিনি। ম্যাচ শেষে অর্জুনের প্রশংসা শোনা গেল মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মার গলাতেও। তিনি জানিয়েছেন শেষ ৩ বছর অর্জুন মুম্বাই দলের সদস্য। অর্জুন জানে ওকে কি করতে হবে। এ দিন যেন একটা বত্ত সম্পূর্ণ

এ দিন মুম্বাইয়ের ১৯২ রানের জবাবে ১৭৮ ওভারে ইয়র্কার দেওয়া চেষ্টা করে।

রানেই অলআউট হয়ে যায় সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। জয়ের পর মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স অধিনায়ক রোহিত শর্মা জানিয়েছেন, হায়দরাবাদে আমার প্রচুর স্মৃতি রয়েছে। আমি এখানে তিন বছর খেলেছি। দলের হয়ে আইপিএলের ট্রফিও জিতেছি। এখানে ফিরে আসতে পেরে আমি সত্যিই খুব ভালোবাসি। দলে নবীনদের থিতু হতে সাহায্য করাটাই আমার প্রধান লক্ষ্য। আমাদের এই দলে বেশ কয়েকজন রয়েছেন যারা আগে আইপিএলে খেলেনি। আমাদেরকে তাদেরকে সবসময়ে পূর্ণ সমর্থন করতে হবে। সমর্থন পেলেই ওরা নিজেদের সেরা পারফরম্যান্স করতে পারবে। যেমনটা আমরা শেষ কয়েকটা ম্যা চে দেখেছি।

রোহিত আরও জানান, আমি ব্যাট হাতে এই মুহুর্তে যে খেলাটা খেলছি তাতে আমি খুশি। এই দলে আমার ভূমিকাটা আলাদা। আক্রমণাত্মক খেলে সুর বেঁধে দেওয়াটাই আমার কাজ। আমি জানি আমাদের কাউকে একটা বড় ইনিংস খেলতে হবে। আমাদের ব্যাটিং লাইন আপটা বেশ দীর্ঘ। আমরা চাই এই ব্যাটাররা ২২ গজে নেমে ভ্যডরহীনভাবে খেলক। আমরা গত মরশুমেও তিলককে (বর্মা) দেখেছি। আমরা সকলেই জানি ওর ক্ষমতা। ওর ব্যাটিংয়ের প্রতি মনোভাবটা আমার খুব ভালো লাগে। ও বোলারকে দেখে না, বলকে দেখে ব্যাট করে। আমরা নিশ্চিতভাবেই ওকে বেশ কয়েকটি দলের হয়ে খেলতে দেখতে চাই। অর্জুন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রোহিত বলেন, শেষ ৩ বছর অর্জুন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স দলের সদস্য। ও জানে তাকে কি করতে হবে। অর্জুন যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। আজ একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ হল। অর্জুন নিজের পরিকল্পনার বিষয়ে খুব স্বচ্ছ ধারনা রাখে। নতুন বলকে অর্জুন সুইং করানোর চেষ্টা করে এবং ডেথ

এফসি গোয়ার কাছে হেরে, গ্রুপে তৃতীয় হয়ে সুপার কাপ অভিযান শেষ মোহনবাগানের

ফিটনেস সমস্যার জন্যই হার 00

দিয়ে হিরো সুপার কাপ অভিযান দিয়েছিল তারা। প্রথমার্ষে বেশ সাজানো ফুটবল খেলেই বলের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের কাছে রেখেছিল প্রথমার্ধ গোল শূন্য থাকার পরে দ্বিতীয়ার্ধেই নিজেদের খুঁজে পায় রিয়াল মাদ্রিদ। মাঠে নেমেই আক্রমণ করতে থাকে তারা ম্যাচের ৫৮৩ম মিনিটে গোলও পেয়ে যায় রিয়াল। ভিনিসিউসের পাস থেকে গোল করেন রদ্রিগো। ততক্ষণে ম্যাচে ১–০ ও দুই লেগ এফসি গোয়ার কাছেও হারল তারা। মিলিয়ে ৩–০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় রিয়াল মাদ্রিদ। ৮ মিনিট পরই দ্বিতীয় গোলের দেখা পেয়ে যেতে পারতো তারা। তবে আরও একবার

শেষ করল এটিকে মোহনবাগান। মঙ্গলবার গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে তাদের ১–০–য় হারায় এফসি গোয়া। ম্যাচের একেবারে শেষ দিকে ডিফেন্ডার ফারেস আর্নওতের গোলে ম্যাচ জিতে নেয় এফসি গোয়া। হিরো আইএসএলে চ্যাম্পিয়ন হলেও হিরো সুপার কাপ মোটেই ভাল গোল না সবুজ–মেরুন বাহিনীর। গত ম্যাচে জামশেদপুরের কাছে তিন গোলে হারের পর এ বার

এ দিন কোঝিকোড়ের ইএমএস কর্পোরেশন স্টেডিয়ামে কোনও দলই খুব একটা আকৰ্ষণীয় ও উজ্জীবিত ফুটবল খেলতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধে যাও আক্রমণের ঝাঁঝ ছিল, প্রথমার্ধে একেবারেই তা পাওয়া যায়নি। সারা ম্যাচে গোলশুন্য থাকার পরে ৮৯ মিনিটের মাথায় গোলকিপার বিশাল কয়েথের একটি ছোট্ট ভূলের খেসারত দিতে হয় এটিকে মোহনবাগানকে। এই হারের ফলে তিন ম্যাচে মাত্র তিন পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের তিন নম্বর দল হিসেবে শেষ করল তারা। ছ'পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে রইল এফসি গোয়া।

আগামী ৩ মে এটিকে মোহনবাগানকে এএফসি কাপের বাছাই পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্লে–অফে মুখোমুখি হতে হবে হায়দরাবাদ এফসি–র। এই হারের পর ওই ম্যাচের জন্য আত্মবিশ্বাস ফিরে পান কি না সবুজ-মেরুন ফুটবলাররা, সেটাই দেখার। গ্রুপ থেকে জামশেদপুর এফসি আগেই সেমিফাইনালে উঠে যাওয়ায় এটি ছিল গুরুত্বহীন ম্যাচ। তাই প্রথম এগারোয় চার–চারটি পরিবর্তন করে দল নামান এটিকে মোহনবাগান কোচ হুয়ান ফেরান্দো। গত ম্যাচের প্রথম এগারো থেকে বাদ পড়েন আশিস রাই, হুগো বুমৌস ও মনবীর সিং। প্রীতম কোটাল ব্যক্তিগত কারণে অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁদের জায়গায় ফেদরিকো

লালরিনলিয়ানা হ্লামতে ও কিয়ান নাসিরিকে প্রথম দলে রাখা হয়।

খেলেনি। মূলত মাঝমাঠ নির্ভর ফুটবল খেলে দু'পক্ষই। যেটুকু আক্রমণ হয়, তার বেশিরভাগটাই আসে এটিকে মোহনবাগানের পক্ষ থেকে। প্রথম ৪৫ মিনিটে মোট পাঁচটি শটের মধ্যে তিনটি গোলে রাখে কলকাতার দল। এফসি গোয়া সেখানে ছ'টি শট নিলেও তার একটিও গোলে ছিল না। বল দখলের লড়াইয়ে অবশ্য কার্লোস পেনার দলই এগিয়ে (৫৬–৪৪) ছিল। মোটের ওপর খুব একটা গতিময় ফুটবল খেলেনি কোনও দলই। শুরুতেই চার মিনিটের মাথায় নোয়া সাদাউই বাঁ দিকের উইং থেকে একটি মাপা ক্রস ভাসিয়েছিলেন বক্সের মধ্যে। উদ্দেশ্য ছিল ব্রাইসন ফার্নান্ডেজ। কিন্তু তিনি ঠিকমতো বলে পৌঁছতেই পারেননি। ১৬



মিনিটের মাথায় ডান দিক থেকে আশিক কুরুনিয়ানের গোলমুখী শট বাঁচান গোয়ার গোলকিপার অর্শদীপ এটিকে মোহনবাগানের হাইালাইন ফুটবলের সুযোগ নিয়ে বেশ সঙ্ঘবদ্ধ লেগেছে। মিনিটের মাথায় ইকের গুয়ারজেনা সবুজ–মেরুন গোলের সামনে চলে যান এবং শটও নেন, যা বিশাল কয়েথের রুখতে কোনও অসুবিধাই হয়নি।

এ দিন এটিকে মোহনবাগানের আক্রমণ বিভাগে দায়িত্বে ছিলেন আশিক. নাসিরি. কিয়ান

দিমিত্রিয়স পেট্রাটস ও লিস্টন কোলাসো। কিন্তু প্রথমার্ধে কাউকেই খুব একটা তপর মনে হয়নি। তিরি শুরু থেকে না খেললেও রক্ষণকে

৩৯ মিনিটের মাথায় ডানদিক দিয়ে ওঠা কোলাসো বক্সে ঢুকে কাউকে বল না দিয়ে নিজেই কোণাকুনি শট নেন, যা আটকে যায় গোলকিপারের হাতে। ৪৪ মিনিটের মাথায় বক্সের মধ্যে বল পেয়ে যান পেট্রাটস। কিন্তু তাঁর শট ব্লক করে দেন আইবানভা ডোলিং।

বাড়লেও দুই দলের ফুটবলাররাই অসংখ্য ভুল পাস দিয়ে যান সমানে। শুরুতেই হ্যামস্টিংয়ের চোটের জন্য স্ট্রেচারে করে বের করে নিয়ে আসা হয় লিয়েন্ডার ডি'কনহাকে। তাঁর জায়গায় নামেন সেভিয়ার গামা। দামিয়ানোভিচের জায়গায় তিরিকে নামায় এটিকে মোহনবাগান। ৭০ মিনিটের মাথায় একসঙ্গে তিনটি পরিবর্তন করেন ফেরান্দো। মনবীর, বুমৌস ও পুইতিয়া নামেন কোলাসো, গায়েগো ও কিয়ানের জায়গায়। উদ্দেশ্য আক্রমণের তীব্রতা বাড়ানো।

দ্বিতীয়ার্শ্বে খেলার গতি কিছুটা

নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার দশ মিনিট আগে গ্ল্যান মার্টিন্সের বদলে নামানো হয় সুমিত রাঠিকেও। তাতে অবশ্য আক্রমণের গতি বা ধার কোনওটাই বাড়েনি। বরং ৮৯ সনিশ্চিত করে ফেলেন সেন্ট্রাল

ডিফেন্ডার ফারেস আর্নওত। তবে এই গোলে বিশাল কয়েথেরও অবদান ছিল যথেষ্ট। নোয়ার কর্নার কিক সোজা বিশালের হাতে গিয়ে পৌঁছয়। কিন্তু অদ্ভত ভাবে তাঁর হাত থেকে বল ফস্কে যায় এবং সেই বল হেড করে জালে জড়িয়ে দেন ফারেস (১–০)। পাঁচ মিনিটের বাড়তি সময়ে মনবীর ডানদিক দিয়ে বল নিয়ে বক্সে ঢুকে সোজা গোলকিপারের হাতে বল তুলে দেন। এর পরে আর সমতা আনার সময় ছিল না। সারা ম্যাচে একটি শট গোলে রাখে এফসি গোয়া এবং একটিই গোল। অন্যদিকে এটিকে মোহনবাগান চারটি শট গোলে রেখেও একটিও গোলে পরিণত করতে পারেনি। হিরো আইএসএল চ্যাম্পিয়নদের কোচ ফেরান্দো এই ব্যর্থতার জন্য মূলত দলের ফিটনেস সমস্যাকেই দায়ী করেন। মঙ্গলবার ম্যাচের পর তিনি টিভি সাক্ষাৎকারে দল কিছু মুহূৰ্তে ভাল

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের পক্ষে স্থপন ব্যানার্জি কর্তৃক ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০০১৭ থেকে প্রকাশিত এবং এস এন্টারপ্রাইজ ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা ৭০০০১৭ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক : কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়; সম্পাদনা ও রিপোর্টিং : ২২৬৫-০৭৫৬, প্রেস : ২২৪৩-৪৬৭১; ই-মেল : kalantarpatrika@gmail.com Reg.No. KOL RMS/12/2016-2018. RNI NO. 12107/66